POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

كُلُوا وَاشْرَبُوا
مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ
وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ
مُفْسِدِيْنَ

'তোমরা আল্লাহ্‌র রিয্‌ক হইতে খাও এবং পান কর এবং যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না।'

(আল-বাকারা: ৬১)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 8
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 22 শে ফেব্রুয়ারী, 2018 5 জামাদিস সানি 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমি দ্বিধাহীন চিত্তে বলিতেছি যে, খোদা তা'লার অনুগ্রহ ও দয়ায় 'সেই যুগ-ইমাম আমি' যাঁহার অনুসরণ করা সাধারণ মুসলমান, সাধক, সত্যস্বপ্ন-দর্শী এবং ওহী-ইলহাম প্রাপ্তগণের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। আমি আধ্যাত্মিকভাবে ক্রুশ ধ্বংস করিবার জন্য এবং সকল মতভেদ দূর করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

শেষ প্রশ্ন ইহাই রহিয়া গিয়াছে যে, বর্তমান যামানার ইমাম কে? একথার উত্তরে আমি দ্বিধাহীন চিত্তে বলিতেছি যে, খোদা তা'লার অনুগ্রহ ও দয়ায় 'সেই যুগ-ইমাম আমি।' খোদা তা'লার আমার মধ্যে যাবতীয় শর্ত এবং নিদর্শন একত্রিত করিয়া দিয়াছেন এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন যাহা হইতে পনর বৎসর অতীতও হইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে আমি আবির্ভূত হইয়াছি যখন ইসলামী আকীদাসমূহ (ধর্ম-বিশ্বাস) মত-বিরোধে ভরিয়া গিয়াছে এবং কোন বিশ্বাসই মতভেদ শূন্য ছিল না।

অনুরূপভাবে মসীহ (আ.) -এর 'নুযুল' (আবির্ভাব) সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহাতে এরূপ মত-পার্থক্য ছিল যে, কেহ হযরত ঈসা (আ.) কে জীবিত বলিয়া মনে করিত, কাহারও বিশ্বাস ছিল তিনি আধ্যাত্মিকভাবে অবতীর্ণ হইবেন, কেহ তাঁহাকে নামাইতেছিলেন দামেস্কে, কেহ মক্কায়, কেহ বায়তুল মোকাদ্দাসে এবং কেহ ইসলামী সৈন্যদলে। আবার কেহ ইহা ভাবিত যে, তিনি ভারতবর্ষে আবির্ভূতহ হইবেন। সুতরাং এইরূপ পরস্পর বিরোধী মত ও উক্তিগুলি একজন 'হাকাম' বা বিচারকের প্রতীক্ষায় ছিল। আর সেই বিচারক আমি। আমি আধ্যাত্মিকভাবে ক্রুশ ধ্বংস করিবার জন্য এবং সকল মতভেদ দূর করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি।

(জরুরাতুল ইমাম, রূহানী খাযায়েন, ত্রয়োদশতম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৪৯৫)

১২৩ তম জলসা সালানা কাদিয়ান: সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট (সূচনা থেকে ১২৬তম বছর)

আহমদীয়াতের কেন্দ্রভূমি কাদিয়ান দারুল আমানে ১২৩ তম বাৎসরিক জলসার সফল ও বরকতময় আয়োজন

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জলসায় অংশ গ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে সমাপনী ভাষণ

*** ৪৪ টি দেশের প্রতিনিধি জলসায় অংশ গ্রহণ করেছে। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ২০,০৪৮ * হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণ অনুষ্ঠানে লন্ডনে ৫,৩০০ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। * তাহাজ্জুদের নামায, দরসুল কুরআন এবং যিকরে ইলাহীতে আকাশ বাতাস সুরভিত হয়ে উঠেছিল। * জামাতের আলেমদের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান। * সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন। * অতিথিদের পরিচিতিমূলক ভাষণ। * দেশী ও বিদেশী ভাষায় অনুষ্ঠানের অনুবাদ সম্প্রচার* জামাতের সদস্যদের জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তরবীয়তী বিষয় সম্বলিত তথ্যচিত্র ও বিভিন্ন জ্ঞানমূলক প্রদর্শনীর আয়োজন * ৩২ টি নিকাহর ঘোষণা * প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় জলসার সংবাদ প্রকাশ * মনোরম আবহাওয়ায় জলসার সমস্ত অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন * ২০ থেকে ২২ শে ডিসেম্বর আরবী অনুষ্ঠান 'ইসমাউ সাউতাস সামা জা আল মসীহ জা আল মসীহ' অনুষ্ঠান কাদিয়ানের এম.টি.এ স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচার * ৩রা জানুয়ারী থেকে ৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত The Messiah of the age শীর্ষক অনুষ্ঠান আফ্রিকার মানুষদের জন্য সম্প্রচার ।**

(চতুর্থ পর্ব)

(তৃতীয় দিনের অধিবেশন)

জলসা সালানা কাদিয়ানের সমাপনী অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় এডিশিনাল নাযির আলা মাননীয় শিরায আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে। সভার সূচনায় মাননীয় হাফিয মহম্মদ ফারুক আযম সাহেব সূরা হা-মিম সিজদার ৩১-৩৬ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন যার উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন মুবাল্লিগ সিলসিলা মাননীয় সৈয়্যদ কলীমুদ্দীন আহমদ সাহেব। এরপর মুরুব্বী সিলসিলা মাননীয় খালিদ ওলীদ সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচিত নযম পরিবেশন করেন।

ওহ পেশওয়া হামারা জিসসে হ্যায় নুর সারা'

এরপর নাযির আলা সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কদিয়ান মাননীয় মহম্মদ ইনাম গৌরী সাহেব বিভিন্ন আধিকারিকবর্গ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যারা এই জলসার আয়োজনে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন। সর্বপ্রথম তিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন যার কৃপা ও অনুগ্রহে জলসা সফলভাবে সম্পন্ন হল। অনুরূপভাবে তিনি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অবিরাম নির্দেশিকা আমাদের সঙ্গে থেকেছে। এরপর তিনি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জ্ঞাপন করেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয় স্থানীয়ভাবে সমাপনী দোয়া করেন।

এরপর মঞ্চ এবং জলসাগাহে উপস্থিতবর্গ এম.টি.এ-র মাধ্যমে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শোনার উদ্দেশ্যে নিজের নিজের স্থানে উপবিষ্ট থাকেন। তাঁর ভাষণের সময় জলসা গাহ কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল। লন্ডন থেকে সরাসরি সম্প্রচারের পূর্বে মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া কাদিয়ান এবং এর পবিত্র স্থানগুলি সংবলিত একটি দর্শনীয় তথ্যচিত্র উপস্থাপন করছিল। এই অনুষ্ঠানে দারুল মসীহ, মসজিদ মুবারক, মসজিদ আকসা এবং মিনারাতুল মসীহ-এর আলোকস্নাত দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য পরিবেশিত হচ্ছিল। এছাড়াও এই স্থানগুলির গুরুত্ব ও কল্যাণের উপর আলোকপাত করা হয়। এছাড়াও বেহেশতি মাকবারা, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাজার এবং দ্বিতীয় কুদরত প্রকাশ স্থল-এর সুন্দর দৃশ্য দেখানো হয় এবং সেগুলি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়। তথ্যচিত্রের শেষে জলসার সমস্ত অনুষ্ঠানের খণ্ডচিত্র দেখানো হয় আর কাদিয়ান দারুল আমানে জলসা সালানার দিবারত্রির তৎপরতা তুলে ধরা হয়।

এরপর এম.টি.এ-তে সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচারন আরম্ভ হয়। হুযুর আনোয়ার (আই.) বায়তুল ফুতুহ মসজিদের মঞ্চে উপস্থিত হন যেখানে পাঁচ হাজারের বেশি শ্রোতা তাঁর ভাষণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

কুরআন করীমের তিলাওয়াত করেন মাননীয় আব্দুল মোমিন তাহের সাহেব। তিনি সূরা আলে ইমরানের ১০৩-১০৮ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এরপর মাননীয় সৈয়্যদ আশিক হোসেন সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচিত ফার্সি নযম পরিবেশন করেন।

'জান ও দিলম ফিদায়ে জামালে মহম্মদ আস্ত।'

এরপর মাননীয় আব্দুল হাফীয সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর 'হর তারাফ ফিক্‌র কো দৌড়াকে থাকায়া হামনে'- নযমটি পরিবেশন করেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার ভাষণ প্রদানের জন্য মঞ্চে আসেন। তাশাহুদ তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আহমদীয়াতের বিরোধীরা অভিযোগ করে আর বর্তমানে এই অভিযোগ তীব্র রূপ ধারণ করেছে, তারা নিজেদের মতে জামাত আহমদীয়াকে ইসলামের গন্ডী থেকে বের করে দিচ্ছে। তাদের অভিযোগ জামাত 'খাতমে নবুয়াত'-কে অস্বীকার করে। এটি অনেক বড় মিথ্যা অভিযোগ। এটি এমন একটি অভিযোগ যার সঙ্গে জামাতের দূরতম সম্পর্ক নেই। মহানবী (সা.)-এর সত্যপ্রেমী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে একথাই বলেছেন যে, যে-ব্যক্তি মহানবী (সা.)কে খাতামান্নাবীঈন বলে বিশ্বাস করে না সে কাফের এবং ইসলামের গন্ডী থেকে বেরিয়ে গেছে। এটি অত্যন্ত অন্যায় ও অজ্ঞাতপূর্ণ অভিযোগ যা জামাত আহমদীয়ার উপর আরোপ করা হয়ে থাকে। এটি কি করে সম্ভব যে, একদিকে আমরা নিজেদেরকে মুসলমান বলব আর অন্যদিকে জামাতের প্রতিষ্ঠাতার কথা অনুসারে খাতামে নবুয়াতের বিষয়টিকে অস্বীকার করে কাফের হব? কিন্তু মুসলমানদের ভয়ভীত করে তোলা হয় যার কারণে তারা শুনতে, বুঝতে বা ভেবে দেখতে প্রস্তুত হয় না। যারা ভেবে দেখে এবং কথা শোনে, তারা একথা বলতে বাধ্য হয় যে, আহমদী মুসলমানরাই প্রকৃত মুসলমান।

হুযর আনোয়ার (আই.) বলেন: মহানবী (সা.)-এর সত্যপ্রেমী ইমাম মাহদীকে স্বীকার করে নিয়ে নবী করীম (সা.)-এর প্রকৃত মর্যাদা উপলব্ধি করা যেতে পারে। উপমহাদেশের নামধারী উলেমা নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এবং নিজেদের অজ্ঞতাকে আড়াল করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে যে, যেন কোন প্রকারে মুসলমানদেরকে আহমদীদের কাছে ঘেষতে যেন না দেওয়া যায়। এই কাজ এরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও করে চলেছে এবং মানুষকে প্রলোভন দিচ্ছে। কিন্তু সেই সমস্ত মুসলমান যারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানত না তারা আহমদীয়াতের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলাম শিখেছে আর এখন তাদেরকে উত্তর দিচ্ছে। তারা নিজেদের ঈমানে অবিচল। তারা মৌলবীদেরকে উত্তর দিচ্ছে যে, এত কাল তোমাদের বোধোদয় হয় নি। আজ জামাত আহমদীয়া আমাদেরকে যখন ধর্ম শিখিয়েছে, কুরআন পড়িয়েছে তখন তোমাদের এসব মনে পড়েছে। এখান থেকে চলে যাও আমরা তোমাদের কথা মেনে নিতে পারব না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: মানুষের ষড়যন্ত্র খোদার পরিকল্পনার সামনে টিকতে পারে না। জামাত আহমদীয়া যে উন্নতি করবে তা খোদার অটল সিদ্ধান্ত। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহম মওউদ (আ.)কে ইলহামের মাধ্যমে বলেন যে, আমি তোমাকে সম্মান দান করব এবং বৃদ্ধি দান করব। এই দৃশ্য আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করছি। হাজার হাজার মানুষ ইসলাম আহমদীয়াতে প্রবেশ করছে যদিও বিরোধীরা শক্তি প্রয়োগ করছে আর আহমদীদের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার করছে যে, এরা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলিকে মানে না। এদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা রয়েছে। অনেকে আমাদেরকে জানে না, কিন্তু চেষ্টা করে যোগাযোগ করে। বর্তমান যুগের অগ্রগতি এই প্রচারের উপায় উপকরণ নিজেই প্রস্তুত করেছে। সোস্যাল মিডিয়ায় বিরোধীরা যেভাবে বক্তৃতা করে, অপপ্রচার করে আর অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে, তার ফলে মানুষ তাদের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে আমাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। এটি আল্লাহ্ তা'লার কাজ যা মানুষ থামিয়ে রাখতে পারে না। আজকের এই জলসা যা সমগ্র বিশ্বে দেখা হচ্ছে, এটিও খোদার সাহায্যের প্রমাণ। অন্যথায় আমাদের উপায় উপকরণে দিকে দৃষ্টি দিলে বুঝবেন যে, ইসলামের প্রকৃত বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছে দেওয়া অসম্ভব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, কুরআন করীমের বাণীর উপর আমার পূর্ণ ঈমান রয়েছে যা মহানবী (সা.)কে খাতামান্নাবীঈন নামে অভিহিত করেছে। এবং ঘোষণা করেছে- 'আল-ইয়াওমো আকমালতু লাকুম দীনাকুম'। এখন ইসলামই হল পছন্দনীয় ধর্ম। আর খোদার পয়গাম্বারের পুণ্যকর্মের পথ পরিহার করে অন্য কোন পথ অবলম্বন করা বিদাত। অ-মুসলমানরা সার্বজনীনভাবে বিদাতের পথ অবলম্বন করেছে আর বালহে শাহের কয়েকটি পঙক্তিকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। নামাযের আনন্দ বিলুপ্ত হয়েছে আর নিজেদের তৈরী ইবাদত পদ্ধতিকে স্থান দেওয়া হয়েছে আর পাগড়ি খুলে ফেলে মাথায় ধামা চাপিয়ে রাখে। মহানবী (সা.)-এর যুগে কি এই সমস্ত কাজ হত। এই সমস্ত কিছু আজও বিভিন্ন মজলিসে ঘটে চলেছে। তিনি বলেন: আমার উপর অভিযোগ আরোপ কর যে, নবুয়তের দাবী করেছে, যেন আমি কোন স্বতন্ত্র নবুয়তের দাবি করেছি। তিনি বলেন: আমার দাবি হল মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে তাঁর শরিয়তের উপর আমল করা এবং করানো। কিন্তু তোমরা দেখনা যে, মিথ্যা নবুয়ত তো তোমরা নিজেরাই তৈরী করেছ। রসূল এবং কুরআন বিরুদ্ধ নিত্যনতুন যিক্‌র (ইবাদত পদ্ধতি) উদ্ভাবন করছ। ন্যায়ের দৃষ্টিতে বল যে, আমি (শরিয়তের) শিক্ষায় কোন কিছু কম করি না কি তোমরা কর। তোমরা পীর-ফকিরদের কবরে সিজদা কর। তিনি বলেন: আমার উপর অভিযোগ আরোপ করো না, তোমরা নিজেদের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দাও।

মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনা করে বলেন: কেউ প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না, যতক্ষন পর্যন্ত না সে মহানবী (সা.) কে খাতামান্নবীঈন বলে বিশ্বাস করে। .... আমার কাজ হল সমস্ত মিথ্যা নবুয়তকে চুর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া। সমস্ত পীরদেরকে দেখে নাও আর নিজের চোখে দেখ যে, আমি মহানবী (সা.)-এর উপর ঈমান রাখি না কি তারা?

মৌখিকভাবে খাতামান্নবীঈন বিশ্বাস করা আর কার্যত অস্কীকার করা অন্যায় এবং দুষ্টবুদ্ধির পরিচায়ক। যেমন বাগদাদীরা নামাযে মা'কুস ও অন্যান্য বিদাত উদ্ভাবন করেছে। বা শেখ আব্দুল কাদের জিলানী শাইয়াল্লাহ্‌র প্রমাণ পাওয়া যায়? মহানবী (সা.)-এর যুগে তো আব্দুল কাদের জিলানীর অস্তিত্বও ছিল না। তিনি বলেন: লজ্জা কর! এরই নাম কি ইসলামী শরিয়ত মেনে চলা? এখন নিজেরাই বিচার করে দেখ যে, এই সমস্ত কথা বিশ্বাস করে এবং এমন কথা মেনে চলে তোমরা কি আমাকে এই অভিযোগ আরোপ করার যোগ্যতা অর্জন করেছ যে, আমি খাতমে নবুয়তের মোহর ভঙ্গ করেছি। আসল কথা হল, যদি তোমরা নিজেদের মসজিদে বিদাতকে প্রবেশ করতে না দিতে আর মহানবী (সা.)-এর সত্য নবুয়তের উপর ঈমান এনে তাঁর কর্মবিধি ও পদাঙ্ক অনুসরন করে চলতে তবে আমার আগমনের প্রয়োজন কি ছিল? তোমাদের এই বিদাত এবং নতুন নবুয়ত খোদার আত্মাভিমানকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বেশে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের জন্য জাগিয়ে তুলেছে যিনি মিথ্যা নবুয়তকে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবেন। অতএব, এই কাজের জন্যই খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন।

অতঃপর তিনি (আ.) নিজের আবির্ভাব এবং জামাতের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন: আমাদের জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হল আঁ হযরত (সা.)-এর নবুয়তকে জীবিত করা। পবিত্র মদিনা শহরে যায় না, কিন্তু আজমীর এবং অন্যান্য ধর্মস্থানে উলঙ্গ মাথায়, উলঙ্গ পায়ে উপস্থিত হয়। পাকপতনের জানালা দিয়ে গলে যাওয়াই নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করে। কেউ পতাকা উঁচিয়ে রেখেছে কেউ বা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করেছে। এদের উরুস ও মেলার কর্মকাণ্ড দেখে একজন প্রকৃত মুসলমানের হৃদয় কেঁপে ওঠে। যদি ধর্মের জন্য আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান না থাকত আর খোদার

এরপর এগারোর পাতায়.....

জুমআর খুতবা

দু'দিন পূর্বে জামা'তের দীর্ঘদিনের এক সেবক শ্রদ্ধেয় সাহেবযাদা মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবের ইন্তেকাল হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাথে দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সম্মান দিয়েছেন। এটি আল্লাহ্‌র নিয়ম যে, এই পৃথিবীতে যে এসেছে সে একদিন এখান থেকে বিদায়ও নিবে।

সব কিছুই নশ্বর আর চিরস্থায়ী সত্তা হলো একমাত্র খোদা তা'লার সত্তা। কিন্তু সৌভাগ্যবান তারা, খোদা প্রদত্ত এই ইহজীবনকে যারা অর্থবহ করে তোলার চেষ্টা করে আর খোদার সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হয়। তারা এ কথা বুঝে যে, কোন নেক বা পুণ্যবান মানুষ বা ওলী বা নবীর সাথে কেবল রক্তের সম্পর্কই তাদের জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে পারে না। আর খোদার সন্তুষ্টির কারণও হতে পারে না। বরং মানুষের ব্যক্তিগত কর্ম এবং আমলই তাকে খোদার প্রিয়ভাজন করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রপৌত্র সাহেবযাদা মির্যা খুরশেদ আহমদ সাহেবের (নাযের আলা সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া রাবোয়া) মৃত্যু, তাঁর জামাতের সেবা, প্রশংসাসূচক গুণাবলীল উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১৯ শে জানুয়ারী, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (১৯ সুলাহ , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: দু'দিন পূর্বে জামা'তের দীর্ঘদিনের এক সেবক শ্রদ্ধেয় সাহেবযাদা মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবের ইন্তেকাল হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাথে দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সম্মান দিয়েছেন। এটি আল্লাহ্‌র নিয়ম যে, এই পৃথিবীতে যে এসেছে সে একদিন এখান থেকে বিদায়ও নিবে। সব কিছুই নশ্বর আর চিরস্থায়ী সত্তা হলো একমাত্র খোদা তা'লার সত্তা। কিন্তু সৌভাগ্যবান তারা, খোদা প্রদত্ত এই ইহজীবনকে যারা অর্থবহ করে তোলার চেষ্টা করে আর খোদার সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হয়। তারা এ কথা বুঝে যে, কোন নেক বা পুণ্যবান মানুষ বা ওলী বা নবীর সাথে কেবল রক্তের সম্পর্কই তাদের জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে পারে না। আর খোদার সন্তুষ্টির কারণও হতে পারে না। বরং মানুষের ব্যক্তিগত কর্ম এবং আমলই তাকে খোদার প্রিয়ভাজন করে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন যে, মহানবী (সা.)ও হযরত ফাতেমা (রা.) কে বলতেন যে, হে ফাতেমা! শুধু আমার কন্যা হওয়ার সুবাদে তুমি খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের জীবনকে খোদার নির্দেশের অধীনস্ত করার চেষ্টা কর। আর এটি করার পরও খোদাভীতি থাকা উচিত যে, খোদা নিজ অনুগ্রহে আমার এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করুন এবং নিজ অনুগ্রহে আমার পরিণাম শুভ করুন।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪৩)

আমি নিজেও এটি জানি আর মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবের সাথে আমার গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল। তাঁকে ভালোভাবে দেখার সুযোগও হয়েছে আর একইভাবে মানুষও আমাকে লিখেছেন, অনেক চিঠিপত্র এসেছে যে, বিনয়ের সাথে ওয়াকফে জিন্দেগী হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন এবং কর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করেছেন। কখনও বংশগরিমা প্রদর্শন করেন নি। গত বছর এখানে জলসায় এসেছিলেন। পরিণাম যেন শুভ হয় এই চিন্তার উল্লেখ আমার কাছেও করেছেন। আর সেই বুযুর্গ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে মৃত্যুর সময় বলছিল যে, এখনও নয়, এখনও নয়। আর একথা বলতে বলতে ইন্তেকাল করে। তার মুরীদরা অনেক দোয়া করে যে, কী কারণ ছিল, তিনি কেন বলছিলেন যে, এখনও নয়, এখনও নয়? একদিন শিষ্য স্বপ্নে সেই বুযুর্গকে দেখে এবং জিজ্ঞেস করে, আপনি মৃত্যুর সময় বার বার এখনও নয়, এখনও নয় বলছিলেন কেন? তিনি বলেন, আসল কথা হল, শেষ মুহূর্তে শয়তান আমার কাছে আসে আর বলে যে, তুমি আমার হাত থেকে বেরিয়ে গেছ, বেঁচে গেছ, অনেক পুণ্যকর্ম করতে থেকেছ। আর আমি এটিই বলছিলাম যে, এখনও নয়। যতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, আমি কী করে বসব তা বলতে পারি না। তাই মৃত্যুর সময়ও আমি শয়তানকে এখনও নয় বলছিলাম এবং সেই অবস্থায়ই আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রাণ বের করেন আর এখন আমি জান্নাতে।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:৩০৬)

অতএব এটিই তাদের রীতি যারা নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থাকে। যাহোক তিনি আমার সামনে এই দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন তিনি। জীবন উৎসর্গ করার অর্থ কী তা তিনি বুঝতেন। আর এই চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে কর্ম সম্পাদনকারী বুযুর্গ ছিলেন। যুক্তরাজ্যের সময় অনুসারে পরশু রাত প্রায় দশটায় তার ইন্তেকাল হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর প্রপৌত্র এবং মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সবচেয়ে বড় পুত্র মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবের পৌত্র আর হযরত মির্যা আযীয আহমদ সাহেব (রা.) এর পুত্র ছিলেন। হযরত মির্যা আযীয আহমদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সেই পৌত্র যিনি তার পিতার পূর্বেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করেছিলেন।

তিনি ১৯৩২ সনের ১২ই সেপ্টেম্বর লাহোরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৫ সনের ২১শে এপ্রিল সাড়ে বারো বছর বয়সে ওয়াকফে জিন্দেগী বা জীবন উৎসর্গ করার ফরম পূরণ করেন। তখন তিনি নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। কাদিয়ানের হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। এরপর টি.আই কলেজে শিক্ষার্জন করেন। আর এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর নির্দেশে লাহোরের সরকারী কলেজে ইংরেজীতে এম.এ করেন। ১৯৫৬ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর ওয়াকফে জিন্দেগী হিসেবে তিনি রাবওয়ার টিআই কলেজে যোগ দেন আর সতেরো বছর সেখানে ইংরেজী বিভাগে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। কঠোর পরিশ্রম করে নিজের লেকচার প্রস্তুত করতেন। আমিও তাঁর কাছে পড়েছি। আর তাঁর অনেক ছাত্র আমাকে লিখেছেন, খুবই পরিশ্রম করে প্রস্তুতি নিয়ে আসতেন এবং পরিশ্রম করে পড়াতেন। নিজ বিষয়ের ওপর পুরো দক্ষতা ছিল তাঁর। তাই তিনি ছাত্রদের মাঝে জনপ্রিয়ও ছিলেন আর ছাত্ররা তাঁকে পছন্দও করত। ১৯৬৪ সনে ইংরেজী ফোনেটিক কোর্সের জন্য বৃটিশ কাউন্সিলের বৃত্তি নিয়ে এক বছরের জন্য ইংল্যান্ডে আসেন। এখানে লিডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর কিছু জামা'তী খিদমত উপস্থাপন করছি।

১৯৭৪ এর জরুরী অবস্থায় সারহবযাদা মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) এর সাথে সহযোগিতা করেন। অর্থাৎ তাঁর সেবার জন্য দিবারাত্র সেখানেই থাকতেন। এই পরিস্থিতিতে দুই তিন মাস কাস্‌রে খিলাফতেই ছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর অনুমতি সাপেক্ষে রাবওয়ায় এতিম এবং দুঃস্থ শিশুদের তত্ত্বাবধান এবং শিক্ষা-দীক্ষা ও তরবীয়তের জন্য ১৯৬২ সনের মাঝামাঝি দারুল ইকামাতুন নুসরত প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) এর নাম রাখেন 'মাদ্দে ইমদাদে তুলাবা'। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ সালের জুলাই পর্যন্ত তিনি উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এরপর এই কাজ নাযারতে তালীম বা শিক্ষা বিভাগের হাতে ন্যাস্ত হয়েছিল।

১৯৭৩ সনের ৩০শে এপ্রিল তিনি নাযের খিদমতে দরবেশান রূপে নিযুক্ত হন। আর ১৯৭৬ সনের পয়লা মে থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত তিনি এডিশনাল নাযেরে আলা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর। ১৯৮৮ সনের অক্টোবর থেকে ১৯৯১ সনের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নাযের উমুরে আমা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯২ সনের আগস্ট থেকে আরম্ভ করে ২০০৩ সনের মে পর্যন্ত নাযের উমুরে খারেজা ছিলেন। আর এরপর আমার খিলাফতের যুগে আমি তাঁকে নাযেরে আলা এবং রাবওয়ার স্থানীয় আমীর হিসেবে নিযুক্ত করি। খুবই সুন্দর এবং সুচারুরূপে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছেন। ইফতাহ্ মজলিসেরও সদস্য ছিলেন প্রায় বারো তেরো বছর। আর বারো তেরো বছর কাযা বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন। ১৯৭৩ সনে আল্লাহ্ তা'লা তাকে হজ্বের দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য দান করেন।

১৯৫৫ সনের ২৬শে ডিসেম্বর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর নিকাহ্ পড়িয়েছিলেন এবং পাঁচ ছয়টি নিকাহ্র এলান তখন করা হয়েছিল। আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর অর্থাৎ মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব সম্পর্কে খুতবায় বলেন যে, আমাদের খানদানের এই ছেলেও ওয়াকফে জিন্দেগী। জীবন উৎসর্গ করেছে। মির্যা আযীয আহমদ সাহেবকে আল্লাহ্ তা'লা তার এই ছেলেকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের তৌফিক দিয়েছেন। তার এই ছেলে এম.এ পড়ছে। যদিও এখনো পাশ করে নি (অর্থাৎ এম এ তখনো শেষ করেন নি) কিন্তু ইংরেজীতে এম.এ পরীক্ষা দিচ্ছেন। তিনি আরো বলেন যে, ইংরেজীতে তার ভালো দক্ষতা রয়েছে। আমার ইচ্ছা হলো পরবর্তীতে সে কলেজে প্রফেসর হিসেবে কাজ করবে। তিনি আরো বলেছিলেন যে, অন্যান্যদের সাথে অনুবাদের কাজও করবে।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ছয় পুত্র দান করেছেন। তাঁর চার সন্তান ওয়াকফে জিন্দেগী। দুই জন ডাক্তার। এক জন নাযারতে তালীমে আছেন নায়েব নাযের হিসেবে, তিনি পি এইচ ডি করেছেন। অনুরূপভাবে আরেকজন আইন উপদেষ্টাঅফিসে সহকারী হিসেবে কাজ করছেন। তিনি আইন শাস্ত্র পড়েছেন। অঙ্গ সংগঠনে বিভিন্ন অবস্থানে বা বিভিন্ন পদে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর। ২০০০ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত পাকিস্তানের আনসারুল্লাহ্র সদরও ছিলেন।

তাঁর এক ছেলে ডাক্তার মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব লিখেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর প্রতি তাঁর সুগভীর ভালোবাসা ছিল। কয়েক বছর পূর্বে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন বরং বেশ কিছুকাল থেকেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন। ক্রমশঃ তা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উকাড়ার সফরে কষ্ট অনেক বেড়ে যায়। এখান থেকে অর্থাৎ রাবওয়া থেকে জানার পর তাঁর ছেলে তাকে আনতে যান। ডাক্তার নূরীও সাথে ছিলেন। পথিমধ্যে তাদের সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তিনি সেই দিক থেকে আসছিলেন। সাক্ষাতে মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব বলেন যে, সারা রাস্তা এই দোয়াই করছিলাম যে, আমি যেন রাবওয়া পৌঁছে যেতে পারি। যেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর চরণে প্রাণ যায়। অর্থাৎ সেই জনপদে যেন আমার শেষ নিঃশ্বাস বের হয় যেখানে তিনি কবরস্থ আছেন এবং যে শহর তিনি আবাদ করেছেন। তো এটি হলো হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর সাথে তার ভালোবাসার কাহিনী। তিনি আরো লিখেন যে, তিনি যখন অসুস্থ হন সেই সময় এক রাতে গভীর উৎকণ্ঠার সাথে উঠে বসে যান এবং বলেন যে, এখনই আমি এক দীর্ঘ স্বপ্ন দেখেছি যে, কিছু মানুষ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর বিরুদ্ধে আপত্তি করছে আর মানুষ তার উত্তর দিচ্ছে না। এই কারণে তিনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন যে, মানুষ উত্তর দিচ্ছে না কেন। আর সেই ব্যাকুলতার কারণে পুনরায় ঘুমাতেও পারেন নি। প্রায় সময় বলতেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর প্রতি বিরোধীদের বিদ্বেষ অনেক বেশি, বরং মসীহ্ মওউদ এর চেয়েও বেশি, কেননা বিরোধীদের ধারণা হলো, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) জামা'তের ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন করেন এবং সেটিকে দৃঢ়তা দেন। আর এ কথা কিছুটা বরং অনেকাংশে সঠিকও বটে। তিনি যদি জামা'তের ব্যবস্থাপনা গড়ে না তুলতেন তাহলে বিরোধীদের দৃষ্টিতে জামা'ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। যদিও এটি খোদার জামা'ত, এর উন্নতি তো অবধারিত ছিল এবং এই সবকিছুই অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু অনেক বিরোধী হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বিরোধিতা এই জন্য করে যে, তিনি জামা'তকে এক সুদৃঢ় এবং সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনা উপহার দিয়েছেন।

আমি যেভাবে বলেছি, ১৯৭৪ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) যে টিম গঠন করেছিলেন, তিনি সেই টিমের অংশ ছিলেন এবং সেখানে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তখন তিনি কাসরে খিলাফতেই থাকতেন। আর এক বা দেড় মাস পর বা সপ্তাহে হয়ত একবার ঘরে যাওয়ার অনুমতি পেতেন। অর্থাৎ সাত দিন পর এক দুই ঘন্টার জন্য ঘরে চলে যেতেন। সন্তান-সন্ততিরাও সেখানে এসেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করত। তিনি বলেন, সেই দিনগুলোতে আমি দেখেছি যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটিয়ে দেন, বরং বসে বসেই কিছুটা বিশ্রাম করতেন আর সারা দিন ও সারারাত হয় জামা'তের কাজে ব্যস্ত থাকতেন নতুবা দোয়ায় রত থাকতেন। আর একই সাথে যারা ডিউটিতে ছিলেন তারাও বিনিদ্র রাত কাটাতেন।

তাঁর ছেলে তার পক্ষ থেকে আরো একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, ১৯৮৪ এর সংকটকালীন যুগে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) এর টীমের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলতেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস এবং খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) যখনই জরুরী পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তখন আতঙ্কিত হওয়ার পরিবর্তে অসাধারণভাবে প্রশান্তচিত্ত থাকতেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) হিজরত করার সময় রাবওয়া থেকে করাচী পর্যন্ত যে যাত্রীদল যায় তিনি সেই যাত্রীদলের অন্তর্ভুক্ত থাকার সম্মান পেয়েছেন। অনুরূপভাবে অসুস্থতা সত্ত্বেও ২০১০ সনে লাহোরে যখন ২৮শে মে-র ঘটনা ঘটে তখন তিনি জরুরী পরিস্থিতিতে একদিকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। আর অপরদিকে যে শহীদেরই জানাযা আসত, প্রচণ্ড দাবদাহ বা অত্যধিক তাপমাত্রা সত্ত্বেও তিনি নিজে জানাযা পড়াতেন এবং দাফনের জন্য যেতেন। অনুরূপভাবে কারো মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার বিষয়ে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। তার পুত্র মির্যা আদীল আহমদ সাহেব লিখেন যে, রাবওয়ার রিপোর্ট যখন আমরা প্রেরণ করি তখন অনেক সময় বা কোন একদিন অসাবধানতাবশতঃ মুহাম্মদ (সা.) এর নামের সাথে শুধু সোয়াদ লেখা হয়েছে আর মসীহ্ মওউদ (আ.) এর নামের সাথে আলাইহেস্সালাম পুরো লেখা হয়েছে। এর ফলে তিনি এই দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, মর্যাদার বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। আর মহানবী (সা.) এর নামের সাথে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পুরো লিখুন। নামাযের বিষয়ে খুবই যত্নবান ছিলেন। একান্ত বাধ্যবাধকতার সময় নামায জমা করা হতো। অন্তিম রোগে যখন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তখনও কয়েক বেলার নামায ছাড়া বাকি সব নামাযই আলাদা আলাদাভাবে যথাসময় পড়েছেন।

শেষকালে তিনি নাযেরে আলা ছিলেন। নাযেরে আলার দায়িত্ব অনেক থাকে। শেষ দিনগুলোতে সেখানকার বিষয়াদি, জামাতী কেইস ইত্যাদি সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। হাসপাতালেও বারবার জিজ্ঞেস করতেন যে, অমুক কেইসের তারিখ কী বা সর্বশেষ সংবাদ কী? অনুরূপভাবে মানুষ তাদের বিবাহ, আনন্দ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে তাঁকে নাযেরে আলা এবং আমীর মোকামী হিসেবে ডাকলে অবশ্যই যেতেন। তিনি মনে করতেন যে, এটি এখন আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে কেননা আমি খলীফায়ে ওয়াক্তের প্রতিনিধিত্ব করছি। একইভাবে কারো মৃত্যু বা দুঃখের সময়ও মানুষের পাশে থাকতেন। এছাড়া অভাব পীড়িত এবং অসুস্থদের খবরা-খবর নেওয়ার জন্যও যেতেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও যথাসময়ে অফিসে আসা আর পুরো সময় সেখানে থাকা এবং কাজ করা তাঁর রীতি ছিল। রোগের শেষ দিনগুলোতেও তিনি একবার অফিসে এসে অনেককে অনুপস্থিত পান। এরপর সবাইকে সার্কুলার করেন যে, আমি যথাসময়ে অফিসে আসতে পারলে অন্যরা কেন আসতে পারবে না। সাংগঠনিক দিক থেকেও যেখানে কঠোরতার প্রয়োজন হতো সেখানে কঠোর হতেন, কিন্তু স্নেহ এবং ভালোবাসার সাথে বোঝাতেন। আর একটি সম্মান যা তাঁর লাভ হয়েছে তা হলো পাকিস্তানের ইসলামাবাদে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) এর যখন মৃত্যু হয়, তখন সেখানে তিনিই তাঁর জানাযা পড়িয়েছিলেন, কেননা তিনি আঞ্জুমানের প্রতিনিধি ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.)ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাকে এটিই বলেছিলেন যে, আপনি পড়ান, আপনি বয়সেও বড়। তিনি বলেন যে, না, অর্থাৎ খলীফা রাবে (রাহ.) তাকে বলেন যে, আপনি যেহেতু আঞ্জুমানের প্রতিনিধি তাই জানাযা আপনিই পড়ান। অনুরূপভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) এর শবদেহকে গোসল দেওয়ার সম্মানও তাঁর লাভ হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব লিখেন যে, ১৯৭৪ এর পরিস্থিতিতে দু'তিন মাস তিনি সেখানে অবস্থান করেন। এরপর পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) তাকে বলেন যে, যাও, ঘরে চলে যাও। কিন্তু প্রত্যেক দিন সকালে নাস্তার সময় এসে কাজের রিপোর্ট দিবে। তিনি তাকে কিছু কাজ দিতেন আর তিনি

রীতিমত প্রতিদিন নির্দেশাবলী নিয়ে যেতেন এবং পরবর্তী দিন এসে তার বাস্তবায়ন রিপোর্ট দিতেন। অনুরূপভাবে মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব লিখেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) এর তিরোধানের পর খিলাফতে রাবেয়ার নির্বাচনের দ্বিতীয় দিন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর 'আলায়সাল্লাহু বেকাফিন আবদাহু' খোদিত আংটিটি কোন জায়গায় রেখে ভুলে যান এবং তিনি এজন্য খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি মোকাররম মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবকে ডেকে পাঠান এবং বলেন যে, তিনি আমার প্রতি বিশ্বস্ত আর সকল খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত। তাই তাকে বলেন যে, এটি হারিয়ে গেছে, সন্ধান করুন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পরবর্তীতে সেই আংটি পাওয়াও যায়। গত বছর তাঁর স্ত্রীও মৃত্যু বরণ করেন। এরপর তিনি অনেক অসুস্থও হয়ে পড়েন। হৃদরোগ তাঁর পূর্ব থেকেই ছিল। আমি তাকে বললাম যে, যুক্তরাজ্যের জলসায় চলে আসুন। প্রথম দিকে তাঁর চিন্তা ছিল যে, হয়তো দীর্ঘ সফর করা সম্ভব হবে না। যাহোক তিনি আসেন এবং এখানে আসার পর তার স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যায়। খুবই হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন। আর আবহাওয়া যেমনই থাক, প্রতিদিন রাতের বেলা আমার সাথে সাক্ষাতের জন্যও আসতেন। কখনো আবহাওয়ার ভ্রুক্ষেপ করেন নি। যতদিন এখানে ছিলেন প্রতিদিন রাতে এসে নিয়মিত আমার সাথে সাক্ষাৎ করতেন।

লাহোরের লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রেসিডেন্ট শ্রদ্ধেয়া ফৌজিয়া শামীম সাহেবা, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সর্বকনিষ্ঠ কন্যা নবাব আমাতুল হাফীয বেগম সহেবার কন্যা, তিনি বলেন যে, নাযেরে আলা নিযুক্ত হওয়ার পর তার সুপ্ত গুণাবলী দেদীপ্যমান হয়ে ধরা দেয়। খুবই বিনয়ী ধর্মের সেবক ছিলেন। আমি অনেকবার বিভিন্ন কাজে তাঁকে ফোন করেছি। কোন মিটিংয়ে থাকলে পরে আমাকে ফোন করতেন। বেশ কয়েকবার এমন হয়েছে যে, হঠাৎ আমার কাছে মরিয়ম শাদী ফান্ডের অধীনে সাহায্যের আবেদন আসে এবং তাৎক্ষনিকভাবে তা পূরণের জন্য বলা হয়। আমি ফোন করতাম আর সলজ্জ কণ্ঠে ক্ষমা চাইতাম আর সীমাবদ্ধতার কথা তাঁকে জানাতাম। তিনি পরম ধৈর্যের সাথে বলতেন যে, আমীর সাহেবের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে নাও বা নিজেই কোন ব্যবস্থা কর। আমি পয়সা পাঠিয়ে দিব। খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তার মতো সহানুভূতিশীল ব্যক্তি আর দেখি নি। একবার আমাদের এক গ্রামের এক যুবতী মেয়ে পরীক্ষায় নিপতিত হয়। সেই মেয়ে হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কোনভাবেই কথা মানার জন্য প্রস্তুত ছিল না। আমি তাঁর কাছে এই বিষয়টি পাঠাই। তিনি খুবই সহানুভূতি ও ভালোবাসার সাথে বিষয়টি সামলান। তখন তিনি কাদিয়ান যাচ্ছিলেন, জলসার জন্য নয় বরং বছরের অন্য সময় যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, আমি কাদিয়ানে বায়তুদ দোয়ায় গিয়ে এই মেয়ের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেছি। তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্, সেই মেয়ে সুমতি ফিরে পেয়েছে। তার বিয়েও হয়েছে। আর বিয়ের সময় তিনি তাকে অলঙ্কারের খুব সুন্দর একটি সেট পাঠান। পরবর্তীতেও খবরাখবর নেন। খুবই স্নেহশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি বলেন, আমি যখনই তার কাছে পরামর্শ চেয়েছি সঠিক পরামর্শ দিয়েছেন। দোয়ায় অভ্যস্ত ব্যক্তি ছিলেন। এখন এমন বুযুর্গ আমরা কোথায় পাব। অন্তরে গভীর শূন্যতা অনুভব করছি। তিনি আমাকে লিখেন যে, আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতকে এই নিয়ামতের বিকল্প দান করুন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বংশে তার স্থান নেওয়ার মতো লোক সৃষ্টি করুন।

তাহরীকে জাদীদের ওকীলে আলা চৌধুরী হামীদুল্লাহ্ সাহেব তাঁর সম্পর্কে লিখেন যে, ১৯৫৪ সনে তালীমুল ইসলাম কলেজ যখন লাহোর থেকে রাবওয়া স্থানান্তরিত হয়, তখন যে সমস্ত অ-আহমদী শিক্ষকেরা ইংরেজী পড়াতেন তারা লাহোরেই থেকে যান, রাবওয়া আসেন নি। এরপর শ্রদ্ধেয় মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবই ১৯৫৬ সনে ইংরেজী বিভাগকে নতুনভাবে সুসংগঠিত করেন। তাঁর নিজের ইংরেজী জ্ঞান খুবই ভালো ছিল। আমাদের স্মরণ আছে তাঁর যুগে কলেজে ইংরেজীর মান অনেক উন্নত হয়। পুনরায় তার সম্পর্কে চৌধুরী হামিদুল্লাহ্ সাহেবও লিখেন যে, খুবই কোমল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, ক্ষমা এবং মার্জনার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। গরীবদের দেখাশুনা করতেন, ব্যক্তিগতভাবেও আর জামাতী কর্মকর্তা হিসেবেও। তিনি আরো বলেন, কলেজের যুগে কাদিয়ানের খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহ্র বিভিন্ন জলসার ব্যবস্থাপনায় সকল ক্ষেত্রে তিনি আমার সাথে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। মানুষের সুখ-দুঃখে তাদের সাথে থাকতেন। বিয়ে হোক বা মৃত্যুর ঘটনা, অবশ্যই যেতেন। একবার জলসা সালানার এক পুরোনো কর্মী ইন্তেকাল করেন, কিন্তু মিঞা সাহেব তা জানতে পারেন নি। এজন্য তিনি খুবই আক্ষেপ করতেন। নাযারতে ওলীয়ার অর্থাৎ নাযেরে আলার দপ্তরের একজনকর্মী তোফায়েল সাহেব বলেন, তিনি বহু গুণাবলীর আধার ছিলেন যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তিনি খুবই স্নেহশীল এবং গভীর ভালোবাসাপরয়ণ, মিশুক এবং খুবই কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। দুঃখ ভারাক্রান্ত এবং সমস্যা কবলিত লোকদের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন। তিনি সরল প্রকৃতির; কিন্তু খুবই গাম্ভীর্যপূর্ণ সত্তার মালিক এবং অত্যন্ত প্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এই অধম অন্তত পক্ষে দশ বছর তাঁর সাহচর্যে এবং ছত্রছায়ায় কাজ করার সুযোগ লাভ করেছে; কিন্তু এই অধমের মনে পড়ে না যে, তিনি কখনো কোন কারণে ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। কখনো কোন সময় কোন ভুল হয়ে গেলেও খুবই স্নেহ, কোমলতা এবং ভালোবাসার সাথে পথ-নির্দেশনা দিতেন।

এরপর নাযারতে ওলীয়াতেই কর্মরত মুরব্বী খাযা মুজাফ্ফর সাহেব বলেন, তিনি ধৈর্যের বাধন ভেঙে দেওয়ার মতো দীর্ঘ অসুস্থতার যুগও অত্যন্ত বীরত্ব এবং গাম্ভীর্যের সাথে মোকাবেলা করেছেন। তার কাছে থেকে দীর্ঘকাল কাজ করার সুযোগ এই অধমের হয়েছে। তিনি অত্যন্ত দয়ালু, পিতার চেয়ে বেশি স্নেহশীল, মমতাশীল এবং মানব বা সৃষ্টিসেবার পরম মার্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বারবার আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে,যখনই কোন অভাবী পুরুষ বা মহিলা আসত আর তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাৎ করানো হতো, তিনি রেশন, খাট, টেলিভিশন, বিছানা অথবা আর্থিক সাহায্যের মঞ্জুরী বা অনুমোদন দিতেন। কিন্তু অনেক সময় কোন অভাবীর যাওয়ার পর আমাকে আটকাতেন এবং ডেকে নির্দেশ দিতেন যে, তাদের ঘরে গিয়ে তাদের অবস্থা জেনে আমাকে জানাও। মুরব্বী সাহেব বলেন যে, দ্বিতীয় দিন আমি যখন রিপোর্ট দিতাম তখন তিনি বলতেন যে, আমার মন বলছিল যে, এই ব্যক্তি বেশি অভাবী; কিন্তু তাকে সেভাবে সাহায্য করা হয় নি। অতএব মানুষের চাহিদা আসলেই নয় বরং নিজের মত করে তদন্তও করাতেন যাতে বৈধ সাহায্য করা যায়। তিনি লিখেন, মরহুম খুবই সদয়, ধৈর্যশীল, হাসিমুখ, বিনয়ী এবং ক্ষমাপরায়ণ ছিলেন। কোন অভিযোগকারীর অভিযোগ বা কারো ইচ্ছা অনুসারে তার চাওয়া পাওয়া পূর্ণ না হলে সবসময় স্নেহের সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। দীর্ঘক্ষণ ধৈর্যের সাথে কথা শুনতেন। আর ধৈর্যের সাথে কথা শোনা প্রত্যেক জামা'তী ওহদাদারের জন্য আবশ্যক। যদি ধৈর্যের সাথে কথা শোনা হয় তাহলে অনেক সমস্যা ও অভিযোগ দূর হয়ে যায়। মুরব্বী সাহেব লিখেন যে, একবার এক ব্যক্তি অফিসে দাঁড়িয়ে নিজের কথা নিবেদন করে এবং অধৈর্য হয়ে ক্রোধের বশে তার উপস্থাপিত আবেদন পত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তিনি নীরব ছিলেন,সেই ব্যক্তির জন্য হয়ত দোয়াই করছিলেন। তিনি বলেন, আমি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেই ব্যক্তির এই অভদ্রতা আমার পছন্দ হয় নি। আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি বলেন যে, কোন অসুবিধা নেই, ছেড়ে দিন। তাকে কিছুই বলবেন না। সবার নিজস্ব রীতি রয়েছে। তিনি বলেন, তাঁর ধৈর্য, নমনীয়তা, সহনশীলতা এবং মহানুভবতা দেখে ঈর্ষা হতো যে, দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও অর্থাৎ অসুস্থতার কারণে দৈহিক দুর্বলতা সত্ত্বেও এত দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। এরপর তাঁর স্মরণশক্তিও ছিল প্রশংসনীয় এবং ঈর্ষনীয়। তাঁর স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। চিন্তাবিদ ব্যক্তির মতো চিন্তা করতেন। তিনি বলেন, প্রতিদিন শত শত চিঠি এবং রিপোর্ট দেখতেন বা পড়তেন কিন্তু বারবার এমন হয়েছে যে, কোন বিষয় বেশ কয়েক মাস পূর্বে ফাইল করা হয়েছে আর কয়েক মাস পর আবেদনকারী দোয়া বা পরবর্তী ব্যবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলে কর্মীরা কম্পিউটারে সন্ধান করত কিন্তু তাঁর মনে থাকত যে, কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা কী দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, আর কী কী কাগজপত্র ছিল, কোন জায়গায় আছে। এককথায় অফিসে যত ফাইল ছিল সবই তাঁর মনে থাকত এবং সবকিছু ছিল তার নখদর্পণে।

নাযেম কাযা রাশেদ জাভেদ সাহেব বলেন যে, একবার এক দাম্পত্য কলহে স্বামী সর্বাবস্থায় মীমাংসা করতে চাচ্ছিল। প্রায় সব বিষয়ের সমাধান হয়ে যায়; কিন্তু স্ত্রীর পক্ষ থেকে দাবি ছিল যে, আমার কাছ থেকে নেওয়া এই পয়সা যেন ফেরত দেওয়া হয়। কিন্তু স্বামীর আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। নাযেম কাযা বলেন যে, আমি গিয়ে মৌখিকভাবে মিয়া সাহেবের কাছে আবেদন করি যে, কিছু আপনি দিয়ে দিন, আর কিছু আমি কোন জায়গা থেকে ব্যবস্থা করিয়ে দিচ্ছি। এরপর পুনরায় আমি তাকে বলি যে, আপনি বড়, পুরোটাই আপনি দিয়ে দিন। তিনি হেসে উঠে বলেন যে, এভাবে যদি মীমাংসা হয় তাহলে লিখে পাঠিয়ে দাও। অতএব তিনি টাকা দিয়ে দেন আর কয়েক মিনিটে তাদের মীমাংসার বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

ফযলে ওমর ফাউন্ডেশনের মুরব্বী রব্বানী সাহেব বলেন যে, আমার বোনেরা একবার রাবওয়া আসে। তাদের চর্মরোগ ছিল। তাই পরিচ্ছন্নতার দৃষ্টিকোণ থেকে তারা নতুন দারুয যিয়াফতে অবস্থানের অনুমতি চায়।

ব্যবস্থাপনার কতক নিয়ম-নীতির কারণে আমার বোনদের বলা হয় যে, ব্যতিক্রমধর্মী অনুমতি কেবল নাযেরে আলার কাছ থেকেই নেওয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, আমরা অত্যন্ত ভীত ত্রস্ত ছিলাম যে, জামা'তের এত বড় পদে অধিষ্ঠিত অত্যধিক ব্যস্ত ও বড় ব্যক্তির সাথে কীভাবে সাক্ষাৎ করব, আমাদের আদৌ সময় দিবেন কী না। যাহোক আমরা তাঁর কাছে যাই। আমাদেরকে তিনি অফিসে ডাকেন এবং স্নেহশীল পিতার মতো করে নিজের মেয়েদের মতো আমাদের সাথে ব্যবহার করেন। আর তাৎক্ষনিকভাবে আমাদের সমস্যার নিস্পত্তি করেন এবং অনুমতিও দিয়ে দেন। তিনি বলেন যে, এ কারণে আমাদেরও জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং ঈমান বৃদ্ধি পায়।

খোসাবের জেলা আমীর মুনাওয়ার মাজুকা সাহেব লিখেন যে, তিনি একজন অত্যন্ত উন্নত মানের ব্যবস্থাপক বা কর্মকর্তা, অত্যন্ত ভদ্র আর মানবহিতৈষী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে একান্ত সাধারণ এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের প্রতিও গভীর মনোযোগ রাখতেন। দরিদ্রদের লালন এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত একটি ছোট ঘটনা বর্ণনা করছি। এই ঘটনা আমার মন-মস্তিষ্কে তার মহান ব্যক্তিত্বের এমন এক ছাপ রেখে গেছে যা মেটার নয়। খুব সম্ভব ২০১৫ সনের প্রথম দিকের কথা, আমি আমার অফিসে বসেছিলাম। খোসাব জেলার অধিবাসী দুই দরিদ্র মহিলা আমার কাছে আসে এবং বলে যে, আমাদেরকে মিয়া সাহেব অর্থাৎ নাযেরে আলা সাহেব আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আমাদের সাহায্যের আবেদনপত্রে জেলা আমীর হিসেবে আপনার সুপারিশ এবং স্বাক্ষর নেওয়ার জন্য। তিনি বলেন, আমি সেই ভদ্রমহিলাদের কথা শুনে এবং তাদের ইন্টারভিউ নিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, কেন্দ্রে না পাঠিয়ে জেলা পর্যায়েই আমরা তাদের সাহায্য করব। আর তাদের উভয়কে জেলার সেক্রেটারি উমুরে আমার কাছে পাঠিয়ে দিই এবং তারা সাহায্যও পেয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন এই অধম অফিসে বসেছিল, এমন সময় মিয়া সাহেবের সরাসরি ফোন আসে আর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, গতকাল আপনার কাছে আপনার জেলার দুইজন দরিদ্র মহিলাকে পাঠিয়েছিলাম স্বাক্ষর এবং সুপারিশের জন্য। তারা আজকে দ্বিতীয় দিনও আমার কাছে সাহায্যের জন্য আসে নি। আপনি তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন কিনা এই চিন্তায় আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। তাই সুপারিশ করে তাদেরকে আমার কাছে পাঠান যেন যথাসময় তাদের সাহায্য করা যায়। তখন আমি বললাম, যেহেতু জেলা পর্যায়ে আমরা তাদেরকে সাহায্য দিয়ে দিয়েছি তাই আপনার কাছে আর পাঠাই নি। আমীর সাহেব লিখেন যে, এই ছোট্ট ঘটনাটি তাঁর দরিদ্রের লালন, মানব সেবা এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং তার মত মহান ব্যক্তিত্বের জন্য একটি সামান্য শ্রদ্ধার্ঘ্য মাত্র।

এই চেতনাই আমাদের প্রত্যেক ওহদাদারের মাঝে সৃষ্টি হওয়া উচিত যে, কীভাবে কাজ করতে হয়। শুধু এমন নয় যে, কাজের জন্য পাঠিয়ে দিলাম। বরং যে আবেদন পত্রই আসে, আবেদনকারী নিজে তো তার ফলোআপ বা অনুবর্তনের চেষ্টা করেই থাকে, কিন্তু ওহদাদারদেরও বিষয়কে উপেক্ষা করার পরিবর্তে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া না হয় এবং অভিযোগ দূর না হয় বা বিষয়ের যতক্ষণ নিস্পত্তি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দৃষ্টি রাখা উচিত এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত। যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, সব ওহদাদারের মাঝে যদি এই অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে।

হাফেয মুজাফ্ফর আহমদ সাহেব লিখেন, আমি সাক্ষী যে, হযরত মিয়া সাহেব খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা এবং বিশ্বস্ততার স্বাক্ষর রেখে তার ওপর ন্যস্ত আমানতের দায়িত্ব এমনভাবে পালন করে দেখিয়েছেন যে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত খলীফাতুল মসীহ্‌র আনুগত্য এবং ওয়াকফের অঙ্গীকার রক্ষার প্রচেষ্টায় কোন ত্রুটি রাখেন নি। আর আল্লাহ্‌র অধিকার এবং মানুষের প্রাপ্য প্রদানের কাজে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। যদিও তিনি জামা'তের অনেক বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু খুবই বিনয়ী, উন্নত গুণাবলীতে সজ্জিত এবং নীতিবান ব্যবস্থাপক ছিলেন।

অনুরূপভাবে হাফেয সাহেব আরো লিখেন যে, বাজামা'ত নামায আদায়ের বিষয়ে তিনি এক সুন্দর দৃষ্টান্ত ছিলেন। আনসারুল্লাহ্‌র সদর নিযুক্ত হওয়ার পর বারবার সব মিটিংয়েই বাজামা'ত নামায এবং নামায কায়েম করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতেন বরং নিজেই বলতেন যে, তোমরা হয়ত বলবে, তিনি শুধু একটি বিষয় নিয়েই পড়ে থাকেন। কিন্তু আমি কী করব। এই দায়িত্ব যতক্ষণ পুরোপুরি পালিত না হবে স্মরণ করাতে থাকা আমার কর্তব্য। আর ওহদাদারদেরও তাই করা উচিত। আমি দেখেছি কোন কোন ওহদাদার বা পদধারী ব্যক্তি বাজামা'ত নামায তো দূরে থাক অনেক সময় নামাযই পড়ে না।

একইভাবে গ্রীষ্ম হোক বা শীত যথাসময় অফিসে আসা এবং অফিস থেকে যাওয়া সারাজীবন তাঁর রীতি ছিল। নিয়মিত যথাসময়ে অফিসে আসতেন এবং আমাদের জন্য তিনি এক অনুকরণীয় আদর্শ বা দৃষ্টান্ত ছিলেন।

নাযারতে ওলীয়ার একজন ক্লার্ক বা কেরানী মোহাম্মদ আনোয়ার সাহেব লিখেন, তার স্নেহ, বদান্যতা আর উদারতাকে ভুলে যাওয়া অনেক কঠিন। বয়োবৃদ্ধ এবং অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও যথাসময়ে অফিসে আসতেন এবং অফিসের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

নিজ সত্তার ওপর ধর্মের খিদমতকে প্রাধান্য দিতেন। মৃত্যুর পূর্বে শেষ দিন অর্থাৎ পয়লা জানুয়ারি যখন অফিসে আসেন তখন তার শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট বেশি ছিল। স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছিল যে, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু বড় চেষ্টা করে এই কষ্ট লুকানোর চেষ্টা করছিলেন। তিনি আমাকে বলেন যে, আজকে আমার শরীর ভালো নয়। তাই তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে যাব। পুরো সময় অফিসে বসতে পারব না। কিন্তু তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যাওয়ার অর্থ এটি নয় যে, কাজ করব না। তাই সেই কেরানীকে তিনি বলেন যে,স্বাক্ষরের অপেক্ষায় যে ডাক রয়েছে তা তাড়াতাড়ি নিয়ে আস। সেই কর্মী বলেন, আমি নির্দেশ অনুসারে তাড়াতাড়ি ডাক উপস্থাপন করি। কিছু ওসীয়্যতের ফাইল স্বাক্ষর করানোর পর আমি বললাম যে, আপনার শরীর ভালো নয়, তাই পরে স্বাক্ষর করিয়ে নেব। কিন্তু তিনি বলেন যে, না, সব ফাইল স্বাক্ষর করিয়ে নাও, কিছু হবে না। এরপর গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দিয়ে কতক নাযের এবং কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে ফিরে যান। আর এভাবে নিজের কর্মের মাধ্যমে আমাদের বুঝিয়ে গেছেন যে, ধর্মের সেবা কীভাবে করতে হয় আর জীবন উৎস্বর্গ করার প্রকৃত মর্ম এবং অর্থ কী।

এরপর জামা'তের মুরব্বী মালেক মুহাম্মদ আফজাল সাহেব বলেন, অধঃমুখে মসজিদে বসতেন। রমজানের বরকতময় মাসে রীতিমত আসরের নামাযের পর মসজিদে মুবারকে কুরআনের দরসে অবগাহন করতেন। কোন ব্যক্তি তার কাছে নিজের সমস্যার কথা তুলে ধরলে মনোযোগ এবং ধৈর্যের সাথে তার কথা শুনতেনএবং তার সমস্যার সমাধান বলে দিতেন। রাবওয়ার প্রতিটি অধিবাসী প্রতিদিন তার পক্ষ থেকে উক্ত বিষয়াদি প্রত্যক্ষ করতো। তিনি বলেন, জামেয়া অধ্যয়নকালে একবার আমি চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। বিষয়টি আমার বোধগম্যতা ও চিন্তাশক্তির উর্ধ্বে ছিল আর দোয়াই আমার কাছে সর্বশেষ সমাধান। তিনি বলেন, আমি শ্রদ্ধেয় মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবের দপ্তরে উপস্থিত হই। চরম ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমাকে নিজেরকক্ষে ডাকেন। আর আমি যখন পুরো বিষয় তার সামনে উপস্থাপন করলাম, তখন আমার উদ্দেশ্য ছিল কেবল দোয়া চাওয়া কিন্তু তিনি সকল দুশ্চিন্তার কথা শুনেন এবং নিজেই বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন যে, তার অফিসে আসার পূর্বে আমি ভাবতেও পারি নি যে, আমি এত বেশি সময় নেব। কিন্তু তিনি পরম স্নেহ প্রদর্শন করেন আর অনেক সময় আমাকে দেন। এরপর আমি যখন তার অফিস থেকে বের হই তখন আমার হৃদয়ের বোঝা অনেক হালকা হয়ে যায়। আর এক নতুন আশা নিয়ে আমি সেই কক্ষ থেকে বের হই। অতএব অপরকে এমনভাবে আশ্বস্ত করা প্রত্যেক ওহদাদারের দায়িত্ব হওয়া উচিত। তিনি লিখেন,নম্রতা এবং কোমলতার মূর্ত প্রতীক ফিরিশতা সদৃশ মানুষ ছিলেন। এক বন্ধু আমাকে বলেন যে, আমি যখন কিশোর ছিলাম তখন প্রথমবার মোটরসাইকেল শিখছিলাম। তখন আমীর মোকামী মিয়া খুরশীদ আহমদ সাহেবের ঘরের বাইরে ঝোপের বেড়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়ি। কাকতালীয়ভাবে তিনি স্বয়ং তখন সেই ঝোপে অর্থাৎ সড়কের পাশের গাছগুলোতে পানি দিচ্ছিলেন। আমি ভীত-ত্রস্ত ছিলাম, আর লজ্জা তো ছিলই। একে তো অপরাধ, তার ওপর অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়েও ড্রাইভিং করছিলাম। আর হুমড়ি খেয়ে পড়লামও তাঁর সামনে। অন্য যে কোন ব্যক্তি হলে হয়ত খুবই বকাঝকা করত, কেননা বাগানেরও ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু তার প্রকৃতিতে এত স্নেহ এবং কোমলতা ছিল যে, তিনি ছুটে গিয়ে আমাকে উঠতে সাহায্য করেন এবং জিজ্ঞেস করেন যে, বাবা! বেশি ব্যাথা পাও নি তো। এরপর স্নেহের সাথে আমাকে বোঝান যে, নিজের জীবনের মূল্য বোঝার চেষ্টা কর।

অনুরূপভাবে মুরব্বী এবং ওয়াকেফীনে জিন্দেগীদের সাথে গভীর ভালোবাসা এবং স্নেহের সম্পর্ক ছিল। জ্ঞানের ব্যাপকতা সত্ত্বেও পরম বিনয় এবং কোমলতা ছিল তাঁর মাঝে। নিজের জ্ঞানের স্বল্পতার কথাই সবসময় বলতেন। জামেয়া আহদীয়ার প্রথম শাহেদ ক্লাসের সংবর্ধনার সময় আমি তাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করি। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নিজের বক্তৃতায় তিনি ছাত্রদেরকে বলেন যে, আমি তো সারা জীবন মুরব্বী এবং আলেমদের বক্তৃতা শুনতে অভ্যস্ত। তাদের সামনে আমি কীভাবে নিজের মুখ খুলতে পারি। কিন্তু

এরপর নসীহত করেন আর তাদেরকে বিভিন্ন কথার পাশাপাশি একথাও বলেন যে, এই অধম কেবল একথাই বলবে যে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো খলীফাতুল মসীহ্ যে সমস্ত কথা বলেন সেগুলো শোনা এবং তা প্রণিধান করা। আর আমাদেরও এবং জামা'তের ওহদাদারদেরও আর আপনারা যারা মুরব্বী হিসেবে কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছেন তাদেরও যতটা সম্ভব এর উপর আমল করা উচিত। আমাদের সবার এসব নির্দেশনাকে যথাসাধ্য হৃদয়ে গেঁথে নেওয়া উচিত, সেগুলোর ওপর আমল করার পূর্ণ চেষ্টা করা উচিত, আর একই সাথে এই দোয়াও করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক বা সামর্থ্য দান করেন।

এরপর বদ্দুমলহি জামা'তের মুরব্বী মাসুদ সাহেব বলেন, মিয়া সাহেবের সাথে বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছে। প্রতিটি সাক্ষাৎ নিজের মাঝে স্নেহ এবং ভালোবাসার আবেগ সমৃদ্ধ এক সমুদ্র রাখে। তিনি সর্বজনপ্রিয়,অত্যন্ত স্নেহশীল ও নৈতিক গুণাবলীর আধার ছিলেন। বিনয়ের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। অফিসে সাক্ষাতের জন্য আগমনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম করতেন এবং করমর্দনের সম্মান দিতেন, তা সে একজন ছোট বালকই হোক না কেন। যে-ই সাক্ষাতের জন্য আসতো, তিনি নিজের গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে হাত উঠিয়ে গভীর আগ্রহ এবং মনোযোগ সহকারে তার কথা শুনতেন এবং তাদের সাথে মিলেমিশে যেতেন। তাই সবাই তার কাছে আবেদন নিয়ে আসতো। আর সবাই এভাবেই লিখেছে। তার অফিসে ধনী, দরিদ্র, ওহদাদার বা সাধারণ আহমদী,সবার সাথে সমান ব্যবহার করা হতো। সবার কথা শুনে এমন তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন যেন সেই ব্যক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ডাক্তার নূরী সাহেব লিখেন যে, তিনি মানুষের আবেগ-অনুভূতি আর অভাব অনটনের বিষয়ে অন্যদের চেয়ে বেশি সংবেদনশীল ছিলেন। ডাক্তার সাহেব বলেন যে, আমার মনে পড়ে একবার এক রোগীর এনজিওপ্লাস্টির জন্য অর্ধেক মূল্য ছাড় দেওয়া হয়। পরে যখন সেই ব্যক্তি নাযেরে আলা সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে, তখন তিনি পুরো চিকিৎসাই বিনামূল্যে করার কথা বলেন। ডাক্তার নূরী সাহেব বলেন, তিনি আমাকে বলতেন যে, খলীফায়ে ওয়াক্ত আমাকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যে, সকল অভাবী রোগীর সাহায্য করার চেষ্টা করুন। তাই এই দায়িত্ব পালন করা আমাদের জন্য আবশ্যক। এরপর তিনি আরো বলেন যে, হাসপাতালে যখন তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন, তখন নার্সদের জন্য বা প্রশিক্ষনাধীন পুরুষ এবং মহিলা নার্স যারাই ছিল তাদের সম্পর্কে তিনি আমাকে বলেন যে, আমার ছেলের কাছ থেকে টাকা নিন আর তাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ সোয়েটার কিনে দিন। অন্যের পরিশ্রমের জন্য তাদেরকে অনেক সাধুবাদ জানাতেন। ডাক্তার সাহেব আরো বলেন, একদিন তিনি আমাকে লিখেন যে, কিছু আবেগ এবং অনুভূতি এমন হয়ে থাকে যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। (অর্থাৎ সামনা সামনি তা প্রকাশ করা যায় না।) তোমাদের কাছ থেকে অর্থাৎ হাসপাতাল থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আমার অবস্থাও কিছুটা তেমনই ছিল। আল্লাহ্তা'লা তোমাদেরকে এর সর্বোত্তম প্রতিদান দিন।

পুনরায় তিনি বলেন, খিলাফতের সাথে তাঁর সুগভীর প্রেম ও অনুরাগের সম্পর্ক ছিল। তাহের হার্ট ইন্সটিটিউটের সাথে তার এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল। ডাক্তার নূরী সাহেব লিখেন যে, একবার আমাকে বলেন, নূরী! তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট তো খলীফায়ে ওয়াক্তের এক সন্তান। আল্লাহ্ তা'লা খলীফায়ে ওয়াক্তের এই বাসনা পূর্ণ করুন। আর এ প্রতিষ্ঠান সত্যিকার অর্থে আরোগ্য নিকেতনে পরিণত হোক। তিনি নূরী সাহেবকে বলেন যে, আমি প্রতিদিন দোয়া করি আল্লাহ্ তা'লা এই হাসপাতালের প্রেক্ষাপটে খলীফায়ে ওয়াক্তের সকল বাসনা পূর্ণ করুন। তিনি বলেন, তাঁর অসুস্থতার সময় যখন রিপোর্ট লিখে দিতাম, নূরী সাহেব প্রতিদিন আমাকে তার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠাতেন, তো তিনি বলেন, একদিন তিনি আমার হাত ধরে অত্যন্ত আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন যে, আমাদের কাছে কী হুযূরের খিদমতে উপস্থাপনের জন্য রোগ-ব্যাধি এবং কষ্ট ছাড়া ভালো সংবাদ নেই।

অনুরূপভাবে আরো অনেকেরই পত্র রয়েছে যারা তাঁর বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর বিনয় এবং সহানুভূতির কথা তো প্রায় সবাই লিখেছেন। খিলাফতের সাথে তার যে সম্পর্ক এবং ভালোবাসা ছিল তার বহিঃপ্রকাশ একবার আমার স্ত্রীর সামনে তিনি এভাবে করেছেন যে, আমার স্ত্রী যখন তাকে বলেন যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের জন্য তো আপনি দোয়া করেই থাকেন, আমার জন্য এবং সন্তানদের জন্যও দোয়া করুন। তখন তিনি বলেন, খলীফায়ে ওয়াক্তের জন্যও এবং বিশেষ নির্ধারিত সিজদায় তাঁর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের জন্যও আমি দোয়া করি। আর এটি বলার সময় তিনি খুবই আবেগাপ্লুত ছিলেন। আমীর এবং উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার প্রতি তার আনুগত্যের মানও অনেক উন্নত ছিল। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) এর অসুস্থতার সময় ২০০০ সনে আমি এবং শ্রদ্ধেয় মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব লন্ডনে এসেছিলাম। আমি তখন নাযেরে আলা ছিলাম। কোন বিষয়ে আমার এবং তার মাঝে কিছুটা দ্বিমত হলে তিনি কিছুটা শক্তভাবে আমার কথা প্রত্যাখ্যান করেন। যাহোক কথা সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁর কয়েক দিন পূর্বেই লন্ডন থেকে রাবওয়া ফিরে আসি। তিনি কয়েকদিন পর ফিরে এলে আমার অফিসে আসেন আর খুবই গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন। এরপর বলেন যে, আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি, আমার দ্বারা অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে। আমি বললাম যে, কোন ভুল, আমার তো কিছু মনে নেই। তিনি বলেন, লন্ডনে আমি যে মতভেদ করেছিলাম তাতে আমার কণ্ঠে কিছুটা রাগের সংমিশ্রণও যুক্ত ছিল। আর এই বিষয়টি আমীরের সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী। তাই আমি ক্ষমা চাচ্ছি। যদিও আমি বার বার বলছিলাম যে, কোন অসুবিধা নেই; কিন্তু তিনি বার বার ক্ষমা চাইতে থাকেন আর দুঃখ প্রকাশ করতে থাকেন। অতএব এ ছিল তাঁর বিনয় এবং আমীরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। এছাড়া সংশোধনের কাজও তিনি নিজের ঘর থেকে আরম্ভ করতেন। অন্যের সংশোধন করবেন আর নিজের সন্তান-সন্ততির প্রতি দেখবেন না বা দৃষ্টি রাখবেন না- এমনটি তিনি করতেন না। কয়েক বছর পূর্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বংশের সদস্যবর্গকে আমি একটি পত্র লিখি যাতে তাদের দায়িত্ববোধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিছু অভিযোগ যা আমার কাছে এসেছিল সে সম্পর্কে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা দূরীভূত করার নসীহত করি। এই পত্র আমি পাকিস্তানে পাঠালে সেখানে তাঁকে বলি যে, বংশের যে সমস্ত সদস্যবর্গ সেখানে আছেন তাদেরকে একত্রিত করে আমার এই পত্র পাঠ করে শুনিয়ে দিন। বংশ বা পরিবারের সদস্যবর্গের সামনে এই পত্র পড়তে গিয়ে তিনি এটিও বলেন যে, আমি স্পষ্ট করতে চাই যে, যে সমস্ত বিষয়াদি চিহ্নিত করা হয়েছে আমার সন্তানরাও তার ঊর্ধ্বে নয় বা সেই দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয়। আর আমি তাদেরকেও এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদেরও নসীহত করছি যে, এসব দুর্বলতা আমাদেরকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। আর খলীফায়ে ওয়াক্ত আমাদের কাছে যে প্রত্যাশা রাখেন তা আমাদের পূর্ণ করার চেষ্টা করতে হবে।

অতএব এই ছিল তার সততা এবং তাকওয়ার মান। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তান-সন্ততিকেও তার নেকী এবং পুণ্যকে জীবিত রাখার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা জামা'ত এবং আহমদীয়া খিলাফতকে বিশ্বস্ত, নিষ্ঠাবান এবং তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত সাহায্যকারী দান করুন।

শ্রদ্ধেয় মির্যা আনাস আহমদ সাহেব তাঁর সম্পর্কে আমাকে লিখেছেন। মির্যা আনাস আহমদ সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) এর সবচেয়ে বড় সন্তান। মির্যা আনাস আহমদ সাহেব লিখেন যে, ভাই খুরশীদ আহমদ সাহেব সারা জীবন খিলাফতের চরণে থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জামাতের খিদমত অব্যাহত রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সেবা গ্রহণ করুন আর বহু কৃপা এবং রহমতের ছায়ায় তাকে স্থান দিন। তিনি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। এটি তিনি একান্ত সঠিক লিখেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকেও নিজেদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াব ইনশাআল্লাহ্।

****

ইসলাম হলে শান্তির সবচেয়ে বড় সমর্থক

মাহমুদ আহমদ

আপন পর সবাইকে যে ধর্ম ভালবাসতে শেখায়, তারই নাম ইসলাম। তবে আমরা সেই ইসলাম সম্পকে ভীত, যে ইসলাম সন্ত্রসাবাদ, বিস্ফোরণ ও আত্মঘাতী বোমা দ্বারা নিরীহ লোকদের রক্তপাত ঘটায়। আমরা সেই ইসলাম সম্পর্কে ভীত, যে ইসলাম ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে ঘৃণা ও শত্রুতার প্রসার ঘটায় এবং শক্তির সাহায্যে এর বার্তাকে প্রসারিত করতে চায়। আসলে প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে এসবের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম হচ্ছে উল্লিখিত যাবতীয় মন্দ বিষয়াদির বিপরীত এক ধর্ম। আসল ইসলাম হচ্ছে সেই ধর্ম, যার উল্লেখ মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরআনে রয়েছে এবং যা ইসলামের পবিত্র নবী (সা.)-এর মহান ব্যবহারিক জীবনাচরণ দ্বারা সমর্থিত। তার বিপরীত এবং বিরোধী কোন কিছুই ইসলাম নয়। ইসলামের আসল শিক্ষা এবং নৈরাজ্যবাদীদের সেসব মনগড়া ব্যখ্যাকৃত মত

ও আচরণের মধ্যে আমাদের সুস্পষ্ট পার্থক্য করতে হবে, যারা ইসলামের নামে বিকৃতি ঘটাচ্ছে। এটা খুবই দুঃখজনক যে, এ যুগে এক বৃহত জনসমষ্টি ইসলামের সৌন্দর্যকে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। যে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থেই ইসলামে বিশ্বাস করে, তাকে মুসলমান বলে। আর প্রকৃত ও খাঁটি মুসলমান সে, যার হাত এবং জিহ্বা থেকে সব মানুষই সম্পূর্ণ নিরাপদ' (সুনান নিসাই, ৮ম খণ্ড) দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আজকের দিনে ইসলাম 'সন্ত্রাস ও রক্তপাতের ধর্ম' হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে এবং এক বৃহৎসংখ্যক জনগোষ্ঠী এটাকে প্রকৃতপক্ষে এমন ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করে, যে ধর্ম মানুষে মানুষে এবং জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণার বিস্তার ঘটায়। প্রকৃত ঘটনা হল, ইসলাম হল শান্তির সবচেয়ে বড় সমর্থক এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সব যুগে শান্তির সর্বশ্রেষ্ঠ সমর্থক, সারা মানবজাতির জন্য শান্তির বাণী বিস্তারকারী।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আজ দল-মত নির্বিশেষে সবার ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সন্ত্রাস যে দলেরই হোক না কেন, তা নির্মূলে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। কেননা, যারা ধর্মের নামে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করে তারা কোনভাবেই ধার্মিক হতে পারে না, তারা সন্ত্রাসী। ধর্ম একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। যার যার ধর্ম সে পালন করবে, এতে বাধা দেওয়ার কারো অনুমতি নেই। সারা বিশ্বের সব মানুষই তাদের নিজ ধর্ম পছন্দ করতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, তারা যে ধর্মই পছন্দ করবে, যে ধর্মের আজ্ঞানুবর্তী হয়ে তারা সুখী হবে, সে ধর্মই তারা পালন করবে। পৃথিবীর বুকে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে কোনভাবে কাউকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করবে অথবা সে জন্য শক্তি প্রয়োগ করবে। ধর্মের বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এটা পছন্দ করার ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীনতা দান করা হয়েছে।

অন্য ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে আচরণের বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা নিয়ে অন্য আরেকটি প্রশ্ন অনেকের মনে পীড়া দেয়। ইসলাম কি মুসলমানদের অন্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি ঘৃণা করতে, নাকি সম্মান ও দয়া প্রদর্শন করতে শিক্ষা দেয়? এ বিষয়ের উপর পবিত্র কুরআন প্রচুর পথনির্দেশনা দান করে। পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে, 'বলো, হে আহলে কিতাব! আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে সমশিক্ষাপূর্ণ একটি নির্দেশের দিকে এস যা হল, আমরা কেবল এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং আমরা তার সঙ্গে আর কাউকেই শরিক করি না এবং তাকে ছাড়া আমরা আর কাউকেই প্রভু-প্রতিপালক বলে মান্য করি না। (৩: ৬৪) ধর্মের কোন উল্লেখ এখানে করা হয় নি। পবিত্র কুরআন বলে তোমাদের উচিত, সর্বদাই প্রত্যেক সৎকর্ম ও মহৎ উদ্দেশ্যের আহ্বানে যোগদান করা, সে আহ্বান যদি কোন ইহুদি, খৃস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ অথবা যে কোন ধর্মের অনুসারী, এমনকি নাস্তিকের তরফ থেকেও আসে, ইসলাম মুসলমানদের এ ধরণের লোকদের আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করাও আবশ্যকতা বোধ করে। তাদের উচিত কেবল সেই কারণটির প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া, যে জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, কে আহ্বান করছে, সেদিকে নয়।

ইসলাম সোনালি এক নীতি নির্ধারণ করেছে, যা সব মানুষই অনুসরণ করতে সক্ষম এবং তা থেকে সবাই উপকৃত হতে পারে। ইসলাম এই শিক্ষা দান করে যে, সব আচরণের ভিত্তি সর্বদাই ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে, 'হে যাহারা ঈমান এনেছ, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে স্থির সংকল্প হও, সাক্ষ্যদানে নিরপেক্ষতা বজায় রাখো এবং মানুষের শত্রুতা যেন তোমাদের ন্যায়বিচারহীন কোন কাজে প্ররোচিত না করে। সর্বদাই ন্যায়পরায়ণ হও, সেটাই হচ্ছে সততার অধিকতর নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ অবশ্যই অবগত আছেন।' (৫:৮) একথা এটাকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন, ইসলামের প্রকৃত অনুসারীদের উপর এটি নির্ধারিত করা হয়েছে যে, শত্রুদের সঙ্গেও তারা ন্যায্যতার নিরিখে আচরণ করবে। এমন একটি ধর্ম, যা ঐক্য ও সহযোগিতার অনুপম শিক্ষার বিস্তার ঘটায়, সেই ধর্মের এমন কোন সম্ভাবনা আছে কি যে অন্য লোকদের বিরুদ্ধে কখনো সহিংসতা অথবা ঘৃণার বিস্তার ঘটাবে? মানবজাতিকে দেওয়া যুদ্ধের চূড়ান্ত বাণী এবং মুক্তির সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপত্রই হল 'ইসলাম' যেটা হচ্ছে ভালবাসা ও শান্তির একটি বার্তা এবং সেটা কখনই সন্ত্রাস অথবা যুদ্ধের কোন বার্তা নয়।

****

২৪তম বাৎসরিক জলসা, মুর্শিদাবাদ জেলা

আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহে জামাত আহমদীয়া মুর্শিদাবাদ গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখে কীর্তনিয়া পাড়ায় জেলার ২৩ তম জলসার সফল আয়োজন করার তৌফিক অর্জন করেছে। আলহামদোলিল্লাহ্‌। এই জলসার দুটি অধিবেশন ছিল। প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় যোহর ও আসরের নামাযের পর ২টা ১৫ মিনিট থেকে রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্যন্ত। এই অধিবেশনের অনুষ্ঠান পরিচালিত হয় মুর্শিদাবাদের জেলার আমীর মাননীয় গোলাম মোস্তাফা সাহেবের সভাপতিত্বে। উক্ত অধিবেশনে তিলাওয়াত করেন মাননীয় ডাক্তার শামসুদ্দীন সাহেব এবং নযম পরিবেশন করেন মাননীয় তাহের আহমদ আনোয়ার সাহেব। এরপর মহানবী (সা.)-এর জীবনী , রসূলপ্রেম, খলীফাতুল মসীহ আল খামেসের খুতবাসমূহের আলোকে সন্তানদের লালন পালন এবং বাজামাত নামাযের গুরুত্ব ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়বস্তুর উপর যথাক্রমে মৌলবী আজীবুর রহমান সাহেব, মৌলবী যিয়াউল হক সাহেব, মৌলবী জাহিরুল হাসান সাহেব এবং মৌলবী মহম্মদ আলী সাহেব বক্তব্য প্রদান করেন। এই অধিবেশনে ইব্রাহিমপুর জামাতের নাসেরাত দল সমবেত কণ্ঠে একটি নযম পরিবেশন করে। অবশেষে সভাপতি মহাশয়ের ভাষণের মাধ্যমে এই অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয় মগরিব ও এশার নামাযের পর নায়েব নাযের দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌ মাননীয় ওয়াসীম খান সাহেবের সভাপতিত্বে। শ্রদ্ধেয় ক্বারী শাফাতুল্লাহ্‌ সাহেব কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং এরপর জনাব কবীরুল ইসলাম সাহেব নযম পরিবেশন করেন। অতঃপর বিশ্ব-শান্তি প্রসঙ্গে হযরত ইমাম জামাতের প্রচেষ্টা, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব, খাতমে নবুয়ত এবং জামাত আহমদীয়া , এবং ইসলামী শিক্ষার আলোকে মানবজাতির সংশোধন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে, নায়েব আমীর মুর্শিদাবাদ জেলা, মাননীয় আতাউর রহমান সাহেব, তালিমুল কুরআনের প্রতিনিধি মাননীয় হাফিয আবু যাফর সাদিক সাহেব, বাঁকুড়া জেলার মুবাল্লিগ ইনচার্জ মাননীয় মৌলবী সাইফুদ্দীন সাহেব এবং খাকসার আবু তাহের মন্ডল (মুবাল্লিগ ইনচার্জ, মুর্শিদাবাদ জেলা) অনুষ্ঠানের ফাঁকে কবীরুল ইসলাম এবং তাঁর সঙ্গীরা সমবেত কণ্ঠে একটি নযম পরিবেশন করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলাহ ও ইরশাদ সেক্রেটারী মাননীয় ফযলুল হক সাহেব কৃতজ্ঞাজ্ঞাপন মূলক বক্তব্য রাখেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয়ের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে এই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

এবছর জেলা জলসা যেখানে অনুষ্ঠিত হয় সেই স্থানটি জেলার সীমান্তবর্তী অর্থাৎ বাংলাদেশের সীমা সংলগ্ন অঞ্চল ছিল। উক্ত অঞ্চলটি মুসলিম অধ্যুষিত এবং সেখানে দীর্ঘদিন থেকে জামাতের প্রচার অব্যাহত রয়েছে। এই জলসাটি তবলীগের ধারাকে অব্যাহত রাখারই একটি চেষ্টা রূপে গণ্য হবে। পূর্বে এখানে এই ধরণের জলসার আয়োজন কখনো হয়নি। যদিও সেখানে বিভিন্ন সময় বিরোধীতাও হয়ে থাকে; কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সকলের কাছে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছে দেওয়া আবশ্যক ছিল। বিরোধীতার আশঙ্কায় পূর্বেই পুলিশের অনুমতি অর্জন করা হয়েছিল। জলসার সময় টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকগণ আমাদের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির সাক্ষাতকারও ধারণ করেন।

জলসায় ৪০টির বেশি জামাত থেকে সদস্যরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বাস, জিপ, টাটাসুমো ইত্যাদি গাড়ি রিজার্ভ করে মানুষ এই জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্‌র কৃপায় এই জলসায় ৪০০ আহমদী এবং ২০০ অ-আহমদী অর্থাৎ মোট ৬০০ মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। জলসায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত অতিথিদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

আল্লাহ্‌ তা'লা এই জলসার উত্তম পরিণাম প্রকাশ করুন। জলসায় অংশগ্রহণকারীদের প্রতিদান দিন এবং অ-আহমদী বন্ধুদেরকে আহমদীয়াত গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন এবং স্থানীয় জামাতের নব আহমদীদের ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি এবং অবিচলতা দান করুন। আমীন

সংবাদাতা: আবু তাহের মণ্ডল, মুবাল্লিগ ইনচার্জ, মুর্শিদাবাদ জেলা।

ইমামের বাণী

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হল-

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌'

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

২০১৭ সালের যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর কর্মব্যস্ততার বিবরণ

যদি দেশের পরিস্থিতি রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল থাকে তবে সেখানে যেতে কোন অসুবিধা নেই।
এখানে এসে আপনি দেখলেন যে, আমরা প্রকৃত মুসলমান আর আহমদীয়াতই ইসলামের প্রকৃত রূপ।

জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের ঈমান উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া দান

সারা বিশ্ব থেকে ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষ এখানে একত্রিত হয়েছে আর কোথাও কোন সমস্যা নেই। সমগ্র বিশ্বে প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের এটি একমাত্র দৃষ্টান্ত যা আমি এখানে দেখেছি। গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও গোত্রের মানুষ সকলে একজন নেতার নির্দেশেই চলে।সারা বিশ্ব থেকে ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষ এখানে একত্রিত হয়েছে আর কোথাও কোন সমস্যা নেই। সমগ্র বিশ্বে প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের এটি একমাত্র দৃষ্টান্ত যা আমি এখানে দেখেছি। গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও গোত্রের মানুষ সকলে একজন নেতার নির্দেশেই চলে।

আমার জন্য এটিও আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল যে, এই শত শত কর্মীরা কোন পারশ্রমিক ছাড়াই দিন রাত কাজ করে থাকে। জলসার বক্তব্যসমূহ পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে সময়োপযোগী ছিল। (লাইবেরিয়ার এক সংবাদিক)

বাড়িতে যদি সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা ভাল হয় পৃথিবীর ভবিষ্যতও উন্নততর হবে। অন্যথায় আমাদের সন্তানেরা সন্ত্রাসীদের হাতে চলে যাবে। জামাত আহমদীয়ার ইমামের প্রত্যেকটি উপদেশ আমাদের মেনে চলতে হবে, তবেই আমরা পৃথিবীতে উন্নত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরী করতে পারব।

(ক্যামেরুনের সাংবাদিক)

একদিন রাতে এক মহিলা মাছ খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পরের দিনই রাতের খাবারে মাছ ছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে, জামাত অতিথিদের প্রতি কতটা যত্নবান। (হন্ডোরাসের এক নওমোবাইন)

রিপোট: আব্দুল মাজেদ তাহের, এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর, লন্ডন
অনুবাদক: মির্যা সফিউল আলাম

১লা আগস্ট, ২০১৭-

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

জলসা প্রসঙ্গে ভদ্রলোক নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, সারা বিশ্ব থেকে ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষ এখানে একত্রিত হয়েছে আর কোথাও কোন সমস্যা নেই। সমগ্র বিশ্বে প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের এটি একমাত্র দৃষ্টান্ত যা আমি এখানে দেখেছি। গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও গোত্রের মানুষ সকলে একজন নেতার নির্দেশেই চলে। এই বিষয়টি আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমার মতে এটিই একমাত্র ধর্ম এবং জামাত যাকে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং সাহায্য করছেন। আমার বিশ্বাস, সারা বিশ্ব আপনাদেরকে গ্রহণ করবে এবং অবশেষে আপনারাই জয়যুক্ত হবেন।

দেশের পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রশ্নের উত্তরে বলেন: দীর্ঘ সময়ের সংকট পেরিয়ে এখন দেশের পরিস্থিতির উন্নতি ঘটতে আরম্ভ হয়েছে। তিনি হুযুর আনোয়ার (আই.)কে মাডগাস্কার আসার জন্য আহ্বান জানান। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন যদি দেশের পরিস্থিতি রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল থাকে তবে সেখানে যেতে কোন অসুবিধা নেই।

মাডাগাস্কারের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি ১টা ২৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

লাইবেরিয়ার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

লাইবেরিয়া থেকে আগত প্রতিনিধি দলের মধ্যে এক অতিথি ছিলেন Hon Senator Jonathan Lambert Kaipay সাহেব । তিনি লাইবেরিয়াতে আসন্ন নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে এর জন্য হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে দোয়ার আবেদন জানান। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ কৃপা করুন, নির্বাচন যেন ঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। ভদ্রলোক নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জলসা সালানার ব্যবস্থাপকগণ এবং আমাকে এখানে অংশগ্রহণের জন্য যিনি সুযোগ তৈরী করে দিয়েছেন আমি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমি জলসা সালানার ব্যবস্থাপক এবং কর্মীদের নিষ্ঠা দেখে যারপরনায় প্রভাবিত হয়েছি। একজন খৃষ্টান হিসেবে আমি খোদার সঙ্গে ভালবাসার অনেক অভিজ্ঞতা এবং পদ্ধতির প্রত্যক্ষ সাক্ষী; কিন্তু আপনাদের খোদার সঙ্গে ভালবাসা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের পদ্ধতি আমার জন্য বিস্ময়কর ছিল। এটি আমাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। সমগ্র বিশ্বের আহমদীদেরকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং দোয়া রইল।

সাক্ষাতের শেষে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে তিনি চিত্র গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। লাইবেরিয়ার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি ১টা ৩৩ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

ক্যামেরুনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

ক্যামেরুন থেকে যুক্তরাজ্যের জলসায় এবছর এক সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেছিলেন যার নাম মহম্মদ আযীয সাহেব। তিনি জলসা সালানা প্রসঙ্গে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এই ধরণের আন্তর্জাতিক সম্মেলন আমি জীবনে দেখি নি যেখানে পৃথিবীর সমস্ত স্থান থেকে মানুষ অংশ গ্রহণ করছে। জলসার ব্যবস্থাপনা আমাকে অভিভূত করেছে। প্রত্যেক কর্মী হাসিমুখে কোন ঝগড়া বা বিদ্বেষ ছাড়াই নিজেদের কর্তব্য পালন করছিল। আমার জন্য এটিও আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল যে, এই শত শত কর্মীরা কোন পারশ্রমিক ছাড়াই দিন রাত কাজ করে থাকে। জলসার বক্তব্যসমূহ পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে সময়োপযোগী ছিল। এই সমস্ত বক্তব্য থেকে আমার অনেক জ্ঞান বৃদ্ধি হয়েছে। বিশেষ করে জামাত আহমদীয়ার ইমামের ভাষণসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই ভাষণসমূহ পৃথিবীর পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। মহিলাদের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাড়িতে যদি সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা ভাল হয় পৃথিবীর ভবিষ্যতও উন্নততর হবে। অন্যথায় আমাদের সন্তানেরা সন্ত্রাসীদের হাতে চলে যাবে। জামাত আহমদীয়ার ইমামের প্রত্যেকটি উপদেশ আমাদের মেনে চলতে হবে, তবেই আমরা পৃথিবীতে উন্নত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরী করতে পারব।

এই সাক্ষাতপর্বটি ১টা ৪০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

হন্ডোরাসের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

হন্ডোরাস থেকে ৫জন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। যাদের তিন জন নওমোবাঈন। এরা হলেন-

Nelson Rafael Nunez যিনি এই দেশের প্রথম আহমদী , Maurillo Osorio Persy Daniel ইনিও প্রবীণ আহমদীদের মধ্যে পড়েন এবং Blanca Lidia Antunez Flores ইনি হলেন হন্ডোরাসের প্রথম আহমদী মহিলা।

এই সমস্ত নওমোবাঈন জলসায় অংশগ্রহণ করে আনন্দিত ছিলেন এবং তারা নিজেদের আবেগ -অনুভুতির কথা ব্যক্ত করে বলেন: এটি আমাদের

জীবনের প্রথম সুযোগ যেখানে এত ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষকে একত্রে দেখলাম। তারা প্রত্যেকে পরস্পর প্রেমসুলভ আচরণ করছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনারা এখানে দেখলেন যে, ইসলামের শিক্ষা কতটা শান্তিপূর্ণ। এখানে এসে আপনারা রিচার্জ হয়ে গেছেন। এখান থেকে ফিরে গিয়ে ইসলামের বাণী অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এখন আপনাদের কাজ।

Blanca Lidia Antunez Flores সাহেব বলেন: জলসায় খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা অতি উন্নত মানের ছিল। আমার মনে হচ্ছিল যেন নিজের ঘরেই আছি। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণসমূহ আমার ভাল ভীষণ লেগেছে। মহিলাদের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণটি আমার বিশেষ করে ভাল লেগেছে যাতে তিনি যাতে তিনি মহিলাদের দায়িত্ব এবং সন্তানদের লালন-পালন সম্পর্কে উপদেশাবলী দান করেছেন। বয়আত গ্রহণ অনুষ্ঠানে সমস্ত সদস্যদেরকে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে দেখে আমি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। আমি এমন দৃশ্য জীবনে কখনো দেখি নি। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জন্য মানুষের ভালবাসা এবং সম্মানের নমুনা অসাধারণ ছিল। অনুরূপভাবে জামাতের সদস্যদের পারস্পরিক ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছিল। আমার মনে আছে যে, একদিন রাতে এক মহিলা মাছ খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পরের দিনই রাতের খাবারে মাছ ছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে, জামাত অতিথিদের প্রতি কতটা যত্নবান। আমার সৌভাগ্য যে, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সম্মান লাভ হয়েছে। সাক্ষাতের পূর্বে আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলাম; কিন্তু কক্ষে প্রবেশ করলে হুযুর আনোয়ার (আই.) পরম স্নেহে আমাকে আসন গ্রহণ করতে বলেন। এরফলে আমার সমস্ত উৎকণ্ঠা দূর হতে থাকে আর আমি স্বস্তি লাভ করি। কেননা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর স্নেহ স্পষ্টরূপে চোখে পড়ছিল। আমি ছাড়াও আমাদের সঙ্গে দুইজন পুরুষ সদস্য ছিলেন। হুযুর আমাদের সকলের সঙ্গে সাম্যের আচরণ করেন। এটি এমন একটি বিষয় যা দৈনন্দিন জগতে পরিলক্ষিত হয় না। সাক্ষাতের পর আমি আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করি। আমি দোয়া করছি এবং আমার আন্তরিক বাসনা আল্লাহ্ তা'লা হুযুরকে সুস্বাস্থ্য ও শান্তিপূর্ণ দীর্ঘায়ু দান করুন। এটি আমার জন্য এক বিস্ময়কর ও অনন্য অভিজ্ঞতা।

হন্ডোরাসের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি ১টা ৫৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

গায়ানার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

গায়ানা থেকে ৫জন সদস্য জলসায় অংশ গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন Deodatt Muridall Tillack এবং একজন মহিলা সাংবাদিক বিবি শাহেনশায খান সাহেবা।

অতিথিরা বলেন: আমরা জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। এত বিপুল সংখ্যক মানুষ জলসায় অংশ গ্রহণ করেছে; কিন্তু সমস্ত কাজ সুষ্ঠ ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে থেকেছে আর কোথাও কোন অব্যবস্থা ছিল না। এই বিষয়টি আমাকে অভিভূত করেছে। এই বিষয়টি জামাত আহমদীয়া ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না।

পন্ডিত Deodatt Muridall Tillack সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি জামাত আহমদীয়ার নীতিবাক্য 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো তরে' -এর প্রতিনিধিত্ব করাকে গর্ব মনে করি। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আপনাদেরকে বলতে চাই সেটি হল বয়আতের শর্তাবলীর মধ্যে ৯ম শর্তটি আমার মনের কথা। আর আমি এই শর্তের উপর আরও ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করব। কেননা, জলসা সালানার আতিথেয়তা এই শর্তেরই পরিণাম। আমি দোয়া করি যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এবং তাঁর জামাতের উপর খোদা তা'লা আশিস বর্ষণ করুন। খোদা করুন জামাত আহমদীয়া খোদার আশিস লাভে দিন প্রতিদিন উন্নতি লাভ করুক আর খোদা তা'লা আপনাদেরকে পথ-প্রদর্শন করতে থাকুন এবং আপনাদেরকে নিরাপত্তা দান করতে থাকুন।

সাংবাদিক শাহেনায খান সাহেবা নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জলসা সালানা অসাধারণ ছিল। আমি মুসলমানদেরকে কখনো এত বিরাট সংখ্যায় একত্রিত হতে দেখি নি। বয়আত গ্রহণের দৃশ্য চমৎকার ছিল, মানুষ এক নতুন জীবনীশক্তি সঞ্চয় করছিল আর খোদার নৈকট্য অর্জন করছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণসমূহ অত্যন্ত প্রভাবসৃষ্টিকারী ছিল। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও চমৎকার ছিল। তিলাওয়াতের কণ্ঠস্বর আমার দাদুর কথা মনে করিয়ে দেয়। খুব সুন্দর ব্যবস্থাপনা ছিল। ছোট ছোট বাচ্চাদেরও কাজ করতে দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছি।

গায়ানার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি ২টা ৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

পাঁচটি আফ্রিকান দেশ থেকে আগমণকারী জাতীয় টিভি চ্যানেলের ডাইরেক্টর, প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাত

অনুষ্ঠানসূচি অনুসারে এম.টি.এ-আফ্রিকার ব্যবস্থাপনার অধীনে ঘানা, গাম্বিয়া, সিরালিওন, রাওয়ান্ডা এবং বেনিন- এই পাঁচটি আফ্রিকান দেশের বিভিন্ন জাতীয় টিভি চ্যানেলের ডাইরেক্টর, প্রতিনিধি এবং সংবাদিক হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। এই প্রতিনিধি দলে ১৩ জন সদস্য ছিলেন। এঁরা নিজেদের দেশের জন্য জলসা সালানার লাইভ কভারেজ সম্প্রচার করেন।

এই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাতপর্বটি ২টা ১৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

আইভোরিকোস্টের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

আইভোরিকোস্ট থেকে আগত এক অতিথি Zrakpa Dopeu সাহেব Zouan Hovien শহরের মেয়র। তিনি বলেন: এই প্রথম জামাত আহমদীয়ার জলসা সালানা দেখছি। খুব সুন্দর নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল এবং অত্যন্ত সুব্যবস্থিত ছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: একটি শহর গড়ে তুলে তাতে অস্থায়ী ব্যবস্থাপনা করা হয়েছিল। অস্থায়ী ব্যবস্থাপনায় কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যায়। ভদ্রলোক বলেন: সমস্ত ব্যবস্থাপনা খুব উন্নত মানের ছিল। হাজার হাজার মানুষের জন্য যথাসময়ে পরিবহন ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। আহারের ব্যবস্থা অত্যন্ত সুব্যবস্থিত ছিল। একই সময়ে হাজার হাজার মানুষ আহার করছিল। কোন অব্যবস্থা ছিল না। আমাদের খুব সেবা যত্ন করা হয়েছে। যা কিছু প্রয়োজন হত সব কিছু তৎক্ষণাত দেওয়া হত। স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করা দেখে আমি প্রভাবিত হয়েছি।

আমীর সাহেব বলেন যে, মেয়র সাহেব তাঁর এলাকায় খুদ্দামুল আহমদীয়ার তরবীয়তী ক্লাসে ২০জন ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন যার ফলে সেখানকার জুলা ইমাম তাঁর বিরোধীতা করে যে, কেন সেখানে লোকদেরকে পাঠানো হল? হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে এসে আপনি দেখলেন যে, আমরা প্রকৃত মুসলমান আর আহমদীয়াতই ইসলামের প্রকৃত রূপ। আইভোরিকোস্টের আমীর সাহেব বলেন, জামাত যদি তাঁর এলাকায় সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করে তবে তা এলকার জন্য খুবই উপযোগী হবে। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা আদর্শ গ্রাম তৈরী করতে পারি। এ বিষয়ে সমীক্ষা করা যেতে পারে। আমাদের আর্কিটেক্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারস এসোসিয়েশন এ বিষয়ের সমীক্ষা করতে পারে। হুযুর আনোয়ার (আই.) নির্দেশ দেন যে, ঘানা থেকে যে স্থানীয় মিশনারীরা শিক্ষার্জন করে এসেছে তাদের মধ্য থেকে একজনকে এদের এলাকায় পাঠান। হুযুর বলেন: শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা পূর্ণ সহযোগিতা করব। ভদ্রলোক নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি যখন ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণ করি তখন মানুষের নেতিবাচক কথাবার্তা শুনতে পেতাম। ইসলামের খুব বেশি জ্ঞান আমার ছিল না, এই কারণে আমি অত্যন্ত বিচলিত ছিলাম যে, আমি কিভাবে এর বিচার করব যে, আহমদীরা মুসলমান না কি মুসলমান নয়? আমার মনে এ চিন্তার উদয় হল যে, জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কোন পাপ করে ফেলি নি তো? সুতরাং, আমি জামাতের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা আমাকে জলসা সালানায় অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান এবং বলেন যে, সেখানে জামাতকে কাছে থেকে দেখে নাও। এখানে এসে আমি ইসলামের প্রকৃত রূপ অবলোকন করলাম। আহমদীয়া জামাতের প্রতিটি বক্তব্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নামে আরম্ভ হয় আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নামেই শেষ হয়। এরপর জলসা সালানার পরিবেশ দেখে আমি আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই যে, আহমদীরা মুসলমান কি না। আমি এখন গর্বের সঙ্গে বলি যে, যে কাজ আমার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। আহমদীরাই প্রকৃত মুসলমান এবং আমি এবিষয়ে আশ্বস্ত। আহমদীদের সমস্ত কাজ কুরআন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদেশ অনুসারে হয়ে থাকে। এখন আমি ফিরে গিয়ে মানুষকে আহমদীয়াত সম্পর্কে বলব।

আইভোরিকোস্টের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি ১১টার সময় সমাপ্ত হয়।

মরিশাসের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

এবছর মরিশাস থেকে একশর বেশি অতিথি যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হুযুর আনোয়ার(আই.) অতিথিদের জলসা সালানার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। দলের সদস্যরা বলেন: জলসা সালানা আমাদের জন্য আশিসের কারণ ছিল। জলসার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত উন্নত মানের ছিল। জলসার সময় বৃষ্টি সত্বেও কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি হয় নি। সমস্ত কাজ সুষ্ঠভাবে অব্যাহত থেকেছে। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ আমাদেরকে প্রভাবিত করেছে। (ক্রমশঃ...)

বাণী إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ না থাকত তবে নিঃসন্দেহে ইসলামের এমন দশা হত যে, তার ধ্বংস হওয়া নিশ্চিত ছিল। কিন্তু সুরক্ষার প্রতিশ্রুতির দাবি হল রসূল করীম (সা.)-এর প্রতিচ্ছায়াকে অবতীর্ণ করা আর এই যুগে নবুয়তকে পুনর্জীবিত করা। অতএব তিনি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠালেন। হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর প্রেমাস্পদের ধর্মকে পৃথিবীতে আসল রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং তা প্রসারের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। জাগতিক শাসনের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধকতা এবং অপচেষ্টা এর প্রসারে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। একমাত্র আমরাই মহানবী (সা.)-এ সত্যনিষ্ঠ দাসের শিক্ষানুসারে তাঁর মিশনকে অব্যাহত রেখে ২১০টি দেশে খাতামান্নাবীঈন-এর পতাকা উড্ডীয়মান রেখেছি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজকে বিরোধীদের এই সমস্ত অভিযোগের কারণে প্রত্যেক আহমদীর উপর পূর্বের চাইতে বেশি দায়িত্ব অর্পিত হয়। তারা যেন নিজেদের ঈমানগত এবং কর্মগত অবস্থায় এমন পরিবর্তন আনয়ন করে যা তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন করে তুলবে। যেরূপ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: পার্থিব বিরোধীতা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না যদি আরশের খোদার সঙ্গে আমাদের দৃঢ় সম্পর্ক থাকে। অতএব, নিঃসন্দেহে সেই আসতে চলেছে যেদিন বিরোধীতা উধাও হয়ে যাবে এবং বিরোধীরা মুখ থুবড়ে পড়বে আর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে। এর জন্য আমাদের নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর এই অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ভাষণের শেষে বলেন: আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই সমস্ত বিষয়ের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। প্রতি দিন আমরা যেন পুণ্যের দিকেই এগিয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত আহমদীদেরকে নিজের নিরাপত্তা ও শান্তিতে রাখুন এবং শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্রকে বিফল করুন। জলসার পর জলসায় অংশগ্রহণকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা নিরাপদে ঘরে পৌঁছে দিন আর এই জলসার কল্যাণসমূহকে নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করুন। আমীন।

জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা ঘোষণা করে তিনি বলেন: ৪৪ টি দেশের প্রতিনিধিত্বসহ ২০, ০৪৮ জন ব্যক্তি জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত অংশগ্রহণকারীর হাফিয ও নাসির হন। এখানে লন্ডনে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৫৩০০ জন। এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) দোয়া করেন যার মাধ্যমে তিনদিন ব্যাপী এই আশিসময় জলসার সমাপ্তি হয়।

মহিলাদের জলসা

জলসা সালানায় প্রতিবছর জলসার দ্বিতীয় দিন মহিলাদের পৃথক একটি অধিবেশন হয়। এবছর এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ৩০ শে ডিসেম্বর দুপুরে সাহেবযাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের স্ত্রী (রাবোয়া) শ্রদ্ধেয়া সাহেবযাদি আমাতুল কুদুস বেগম সাহেবার সভাপতিত্বে। শ্রদ্ধেয়া ওজিহা বাশারত সাহেবার সূরা বানী ইসরাঈলের ৯ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং আমাতুল হাদী শিরীঁ সাহেবা এর উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন। শ্রদ্ধেয়া গাযিল সাফি ইলিনা সাহেবা (কাযাকিস্তান) কাসিদা পরিবেশন করেন। এরপর শ্রদ্ধেয়া আমাতুল বাসিত সাহেবা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচিত ' হর তরফ ফিকর কো দৌড়াকে থাকায়া হামনে' নযমটি পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের প্রথম বক্তব্যটি রাখেন শ্রদ্ধেয়া আমাতুল ওয়াসে শুমাইলা সাহেব, নায়েব সদর লাজনা, ভারত। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'কুপ্রথার বিরুদ্ধে জিহাদ এবং আহমদী মায়েদের দায়িত্বাবলী'। এরপর শ্রদ্ধেয়া সুফিয়া হাবিব সাহেবা ' ওহ জো আহমদ ভি হ্যায় অউর মহম্মদ ভি হ্যায়' না'তটি পরিবেশন করেন। সভার দ্বিতীয় বক্তব্যটি রাখেন শ্রদ্ধেয়া শামীম আখতার জ্ঞানী সাহেবা, প্রাক্তন সদর লাজনা ইমাউল্লাহ্ ভারত। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'সন্তানদের প্রতিপালন-বিশেষতঃ নামাযের দৃষ্টিকোণ থেকে আহমদী মায়েদের দায়িত্বাবলী। ' এরপর চেন্নাইয়ের লাজনা সদস্যারা তামিল ভাষায় সমবেত কণ্ঠে একটি নযম পরিবেশন করেন এবং আফিয়া ফযিল সাহেবা এর উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন। জলসা শেষে সভাপতি সাহেবা সাহেবযাদি আমাতুল কুদুস বেগম সাহেবা কতিপয় উপদেশাবলী দান করেন। তিনি সৈয়্যাদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী অধ্যয়নের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জন করার জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতা করার তৌফিক অর্জনের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে মান্য করা এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য করা আবশ্যক।

ব্যবস্থাপনা এবং আবাসস্থল

এবছর জলসার ব্যবস্থাপনা, অতিথিদের থাকা-খাওয়া এবং অন্যান্য চাহিদাবলীকে দৃষ্টিপটে রেখে ৩৩ টি বিভাগ এবং ৩০টি আবাসস্থল ৪টি লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কাদিয়ানে সমস্ত মহল্লায় বাড়িতে অবস্থানকারী অতিথিদের জন্য ৬টি জায়গায় 'ফ্যামিলিজ' বিভাগের অধীনে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

খিদমতে খাল্‌ক বিভাগ

জলসা সালানা কাদিয়ানে বিভাগসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল খিদমতে খাল্‌ক যার অধীনে মূলত নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এবছর উক্ত বিভাগের অধীনে ডিউটি দেওয়ার জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৬৮৩জন খুদ্দাম স্বেচ্ছাসেবী এবং ৫৫জন প্রথম শ্রেণীর আনসার এসেছিলেন।

এই বিভাগের অধীনে জলসা সালানায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক অতিথিকে বারকোড সহ সচিত্র জলসা রেজিস্ট্রেশন কার্ড জারি করা হয়। নামাযের সময় দারুল মসীহ্‌র রাস্তায় এবং মহল্লার ওলিতে-গলিতে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য খুদ্দামরা ডিউটিতে নিযুক্ত থাকেন। দারুল মসীহ, বেহিশতি মাকবারা, জলসাগাহ, কাদিয়ানের সমস্ত কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং থাকার জায়গায় খুদ্দামরা নিরবিচ্ছিন্নভাবে ডিউটি দিতে থাকেন। অনুরূপভাবে আল-কুরআন প্রদর্শনী, আননুর প্রদর্শনী, মখযানে তাসাভীর, হিউম্যানিটি ফার্স্ট প্রদর্শনী প্রভৃতি স্থানে খুদ্দামদের ডিউটি লাগানো হয় যেখানে প্রচুর সংখ্যায় অতিথিদের সমাগম হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে লুধিয়ানার দারুল বায়আত এবং হোশিয়ারপুরের চিল্লাকাশি ভবনের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও খুদ্দাম ডিউটিরত থাকে। উক্ত বিভাগের অধীনে সীমান্ত, রেলওয়ে স্টেশন,বিমানবন্দর প্রভৃতি স্থানেও অতিথিদের সুবিধার জন্য খুদ্দামদের নিযুক্ত করা হয়। লস্ট এন্ড ফাউন্ড এবং অনুসন্ধান বিভাগের অফিসও লাগানো হয় যার অধীনে খুদ্দামরা অতিথিদের হারিয়ে যাওয়া জিনিসপত্র খুঁজে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করছিল। প্রাথমিক চিকিৎসা এবং এমারজেন্সীর অফিসের অধীনে অতিথিদের জন্য দিবারাত্রি পরিষেবা দেওয়ার জন্য খুদ্দামরা ডিউটি পালন করে। আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী খুদ্দাম ও আনসারদেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার উত্তারিধাকরী করুন এবং নিজ কৃপাগুণে তাদের সমস্ত খিদমতকে গ্রহণীয়তার মর্যাদা দিন। আমীন

তরবীয়ত বিভাগ

জলসা সালানার দিনগুলিতে ২৫ শে ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে ৭ই জানুয়ারী ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত মসজিদ আকসা, মসজিদ মুবারক এবং মসজিদ দারুল আনোয়ারএ বা-জামাত তাহাজ্জুদ পড়া হয়। অনুরূপভাবে কাদিয়ানের বিভিন্ন মহল্লার অন্যান্য ৭টি মসজিদেও জলসা সালনার তিনটি দিনে বা-জামাত তাহাজ্জুদের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও সমস্ত মসজিদে ফজরের নামাযের পর বিশেষ দরসের ব্যবস্থাও করা হয়। তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য মানুষকে লাউড স্পীকারের মাধ্যমে দরুদ শরীফ পাঠ করে জাগানো হয়। উক্ত বিভাগের অধীনে কাদিয়ানের বিভিন্ন গলি এবং রাস্তায় শিক্ষা ও তরবীয়ত সংবলিত দৃষ্টিনন্দন ব্যানার টাঙানো হয়। এছাড়াও উর্দু ও ইংরেজিতে জলসা সালানার অনুষ্ঠানসূচি সংবলিত পুস্তিকা ছাপানো হয় যাতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) জলসা সালানা প্রসঙ্গে মূল্যবান বাণী ও নির্দেশাবলীকে স্থান দেওয়া হয়েছিল।

বায়তুদ দোয়ায় নফল নামায এবং পবিত্র স্থানসমূহ দর্শন

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ভারত এবং অন্যান্য দেশ থেকে আগত অতিথিদেরকে যথারীতি সুব্যবস্থিত উপায়ে বায়তুদ দোয়ায় নফল নামায পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অতিথিরা দলে দলে বায়তুদ দোয়ায় নফল নামায পড়ার জন্য দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করতে থেকেছেন। এত বিপুল মানুষের সমাগমের কারণে প্রত্যেক অতিথিকে একবারই বায়তুদ দোয়ায় যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় আর তারা সেটিকে বিরাট সৌভগ্য মনে করে থাকে।

অনুরূপভাবে অন্যান্য পবিত্র স্থানগুলি যেমন- মসজিদ মুবারক, মসজিদ আকসা, মিনারাতুল মসীহ , দারুল মসীহ, বেহেশতি মাকবারা প্রভৃতি স্থানেও অতিথিদের বিপুল সমাগম ছিল। বিশেষ করে আদ-দার (দারুল মসীহ)-এ হযরত মসীহ মওউদ (আ.), হযরত আম্মাজান (রা.) এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর তাবার্‌রুক (আশিসমণ্ডিত বস্তু) অতিথিরা ভক্তিভরে দর্শন করেন। বায়তুদ দোয়ায় নফল এবং আদ-দারে বিদ্যমান তাবাররুক দর্শনের জন্য মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক পৃথক সময় নির্ধারিত ছিল।

অনুবাদ বিভাগ

এবছর জলসা সালনায় নয়টি

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 22 Feb, 2018 Issue No.8

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ভাষায় জলসার বক্তব্যসমূহ এবং যাবতীয় অনুষ্ঠান নিম্নোক্ত ভাষায় সরাসরি অনুবাদের ব্যবস্থা ছিল। আরবী, রাশিয়ান, ইন্ডোনেশিয়ান, ইংরেজি, মালায়ালাম, তামিল, তেলেগু, বাংলা এবং কান্নাড়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সমস্ত ভাষার অনুবাদকগণ খুবই সুচারুরূপে অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করেছে। জলসার সমস্ত অনুষ্ঠান এবং বিশেষ করে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণের অনুবাদ উপরোক্ত নয়টি ভাষায় সম্প্রচারিত হতে থাকে। মহিলাদের বিশেষ অধিবেশনেও ৫টি ভাষায় (আরবী, ইংরেজি, ইন্ডোনেশিয়ান, মালায়ালাম এবং বাংলা) অনুবাদের ব্যবস্থা ছিল।

প্রেস ও মিডিয়া

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় জলসার তিন দিনের সংবাদ প্রচারিত হয়। বাটালা, অমৃতসর, গুরুদাসপুর, জলন্ধর, চন্ডীগড় এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রতিনিধিবর্গ জলসা সালানার তিন দিনের কভারেজের জন্য এসেছিলেন। জলসার দ্বিতীয় দিন সর্বধর্ম সম্মেলন এবং সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণের কভারেজ বিশেষভাবে নেওয়া হয়।

নিকাহর ঘোষণা

জামাতের অনেক সদস্যের আন্তরিক বাসনা থাকে যে জলসায় যখন এসেছেন তখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বসতিতে তাদের ছেলে-মেয়েদের নিকাহ পড়ানো হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এবছর জলসা সালানায় ৩০ শে ডিসেম্বর দারুল আনোয়ার মসজিদে নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া মাননীয় মৌলানা মুযাফ্ফর আহমদ নাসের সাহেব ১৯টি নিকাহর ঘোষণা করেন। জলসার পরে এডিশিনাল নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী মাননীয় এনায়েতুল্লাহ সাহেব এবং সদর কাযা বোর্ড মাননীয় করীমুদ্দীন শাহিদ সাহেব এছাড়াও আরও ৩টি নিকাহর ঘোষণা করেন।

হিউম্যানিটি ফার্স্ট প্রদর্শনী

জলসা সালনা ২০১৭ উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর মঞ্জুরীক্রমে হিউম্যানিটি ফার্স্ট ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে মারকাযীয়া আহমদীয়া লাইব্রেরীর হলঘরে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রদর্শনীতে গত দুই বছরে হিউম্যানিটি ফার্স্টের পক্ষ থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সেবা ও কল্যাণমূলক কাজের খণ্ড-চিত্র আকারে দেখানো হয়। অনুরূপভাবে হিউম্যানিটি ফার্স্ট ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে সেবামূলক কাজের একটি বিবরণ তুলে ধরে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুরূপভাবে হিউম্যানিটি ফার্স্ট ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে প্রস্তুতকৃত কিছু পেন, চাবির-রিং, কফি-মগ ইত্যাদি বিক্রির জন্য রাখা হয়েছিল। জলসা সালানা উপলক্ষ্যে এই প্রদর্শনী ২৪ শে ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে ৫ই জানুয়ারী ২০১৮ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। প্রায় ৭৬০০ ব্যক্তি এই প্রদর্শনী দেখতে আসেন। প্রদর্শনীতে ভিসিটর বুকও রাখা হয়েছিল যেখানে ভ্রমণকারীরা নিজেদের মতামত লিপিবদ্ধ করেছিল। এই প্রদর্শনীটি অত্যন্ত সমাদৃত হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হিউম্যানিটি ফার্স্ট ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মেডিক্যাল ক্যাম্প, রক্তদান শিবির, অভাব-পিড়ীতদের সহায়তা, ছাত্রদের সহায়তা, স্বচ্ছ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা ছাড়াও প্রকৃতি দুর্যোগের সময় তৎক্ষণাৎভাবে উদ্ধারকার্যে সহায়তা এবং ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছানোর তৌফিক লাভ করছে। জলসা সালনা উপলক্ষ্যে জলসাগাহের গন্ডীর মধ্যেও হিউম্যানিটি ফার্স্ট ইন্ডিয়ার একটি পরিচিতিমূলক স্টল লাগানো হয়েছিল যেখানে প্রায় ৪ হাজার মানুষ ভিজিট করেন।

আন নুর প্রদর্শনী (কোঠি দারুস সালাম)

২০১৫ সালে জলসা সালানার সময় মহল্লা দারুস সালামে হযরত নওয়াব মহম্মদ আলি খান সাহেবের কোঠিতে, যেখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল আওয়াল (রা.) তাঁর জীবনের শেষদিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন সেই বাংলোটিকে সংস্কার করে 'আন-নুর' নামে একটি প্রদর্শনীর সূচনা করা হয়। এবছরও জলসা সালানার সময় অনেক মানুষ এই প্রদর্শনী দেখতে আসেন। প্রতিদিন ফজর থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী খোলা থাকত। জলসার তিন দিন প্রদর্শনীর সময় ছিল ফজর থেকে সকাল ৯টা এবং মগরিব ও ইশার নামাযের পর থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত। এই প্রদর্শনীতে জামাত আহমদীয়ার ইতিহাসের বিভিন্ন যুগকে চিত্র ও পোস্টারের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। এছাড়াও নাযারত নশর ও ইশা'ত-এর অধীনে নশর-ইশা'ত ভবন প্রাঙ্গণে কুরআন প্রদর্শনী এবং মাফযানে তাসাবীর বিভাগকে রাখা হয়েছিল। জলসার দিনগুলিতে বিপুল সংখ্যক মানুষ এই সমস্ত প্রদর্শনী দেখতে আসেন।

এম.টি.এ. থেকে সরাররি আরবী অনুষ্ঠান اسمعوا صوت السماء

জলসার সময় ২০ থেকে ২২ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত আরবী অনুষ্ঠান 'ইসমাউ সাওতাস সামায়ে, জাআল মসীহ জাআল মসীহ এম.টি.এ ইন্টার ন্যাশনাল-এর কাদিয়ান স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নিম্নোক্ত উলেমাগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন শ্রদ্ধেয় শরীফ ওদাহ সাহেব, আমীর জামাত আহমদীয়া কাবাবীর, এছাড়াও ছিলেন শ্রদ্ধেয় ফতহী আব্দুস সালাম সাহেব (মিশর), শ্রদ্ধেয় তামীম আবু দাক্কা সাহেব (জর্ডান) এবং শ্রদ্ধেয় তাহের আহমদ নাদীম (লন্ডন)। এই অনুষ্ঠানে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আরববাসীদের প্রতি ভালবাসা, আরবী ভাষার প্রতি অনুরাগ এবং জামাত আহমদীয়ার আরববাসীদের জন্য সেবা ও প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী বিভিন্ন অনতিদীর্ঘের তথ্যচিত্র দেখানো হয়। (১) সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মো'মেনি-এর আরবদের নামে বার্তা যা তিনি ২০১৫ সালে সরাসরি আরবী অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে প্রদান করেছিলেন। এর কিছু অংশ চলচিত্র আকারে দেখানো হয়। (২) আল হেওয়ারুল মুবাশের অনুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অংশ গ্রহণ এবং সেই উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বার্তার ভিডিও দেখানো হয়। (৩) সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) -এর কণ্ঠে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি প্লে করা হয় যেখানে তিনি (আ.) আরবদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করেছেন। (৪) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আরবী অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়। (৫) আরববাসীদের প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) -এর উপদেশাবলী। (৬) আরবদের জন্য হযরত হযরত চৌধুরী যাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের বিশ্বজনীন সেবা সংবলিত চিত্র ও তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। (৭) কাদিয়ানের দৃশ্য সহযোগে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দুটি কাসিদা উপস্থাপিত হয়। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে ফোন কল নেওয়া হয় যেখানে অংশগ্রহণকারীরা অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

আফ্রিকার জন্য সরাসরি অনুষ্ঠান

অনুরূপভাবে ৩রা জানুয়ারী থেকে ৫ই জানুয়ারী ২০১৮ এম.টি.এ. ইন্টারন্যাশনালের কাদিয়ান স্টুডিও থেকে The Messiah of the age শীর্ষক অনুষ্ঠান আফ্রিকার দর্শকদের জন্য সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। ইংরেজি ভাষার এই অনুষ্ঠানটি এক ঘন্টা দীর্ঘ ছিল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুরুব্বী মাননীয় মৌলবী আব্দুল্লাহ ডুবা সাহেব, যিনি অনুষ্ঠান সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করছিলেন। এছাড়াও ছিলেন মৌলনা হানীফ আজহার, যুক্তরাষ্ট্র জামাতের নায়েব আমীর, নাইজেরিয়ার মুরুব্বী সিলসিলা মাননীয় হাফিজ আব্দুল গানী সাহেব, যুক্তরাষ্ট্রের মাননীয় মৌলবী আব্দুর রহমান, আব্দুল লতীফ সাহেব এবং হাবীব শফিক সাহেব।

এই অনুষ্ঠানে জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর জন্মস্থান কাদিয়ান দারুল-আমানের পরিচয়, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উন্নত নৈতিক চরিত্র, জলসা সালনা, ইমাম মাহদীকে মান্য করার গুরুত্ব এবং খিলাফতে আহমদীয়ার আশিস ও কল্যাণ এবং পঞ্চম খিলাফতের যুগে জামাতের অগ্রগতির বিবরণ তুলে ধরা হয়। এই অনুষ্ঠানে কয়েকটি অনতিদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

(রিপোর্টিং বিভাগ, নুরুল ইসলাম)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir